হাকীকাতুল মাহ্‌দী

(মাহদীর তাৎপর্য)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশাআত, কাদিয়ান

হাকীকাতুল মাহ্‌দী

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
ভাষান্তর	ঃ	মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা
প্রকাশক	ঃ	নাজারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	*নভেম্বর, ২০২০* (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	১০০০
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**:**	**Haqiqatul Mahdi**
Author	**:**	**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad** **The Promised Messiah & Mahdi[as]**
Translator	**:**	**Maulana Saleh Ahmad Murubbi Silsila**
1st Edition	**:**	**November, 2020 (India) Bengali**
Copies	**:**	**1000**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Ishaat** **Sadr Anjuman Ahmadiyya,** **Qadian, Gurdaspur,Punjab-143516**
Printed by	**:**	**Fazle Umar Printing Press,** **Qadian, Gurdaspur, Punjab-143516**

প্রকাশকের কথা

২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম **'হাকীকাতুল মাহ্দী'** শিরোনামে একটি অনবদ্য ও অসাধারণ উর্দূ প্রবন্ধ রচনা করেন, যা সর্বপ্রথম ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় **'হাকীকাতুল মাহ্দী (মাহদীর তাৎপর্য)'** শিরোনামে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তিতে পুস্তকটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ **মাওলানা সালেহ্ আহমেদ মুরুব্বী সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া** (বাংলাদেশ) করেছেন।

পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা। পুস্তকটির পর্যবেক্ষণ ও মূল উর্দূর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান এবং মোকাররম শেখ মোহাম্মদ আলী সাহেব সদর এশায়া'ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ। পুস্তকটির ফারসী এবং আরবী অংশটি দেখে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা সাবির আলি মোল্লা সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা। প্রুফ দেখেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর অনুমোদনে পুস্তকটি কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তকটির প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রন সার্বিক ভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

নভেম্বর ২০২০

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

দু'টি কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এই বইটি উর্দূতে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ সনে রচিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এই পুস্তকটির অনুবাদ প্রথমবারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণে এই বইটি সহায়ক হবে বলে আশা করি।

উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মাহদীর সম্বন্ধে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী (আ.) এ পুস্তকটিতে নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যখনই কোন মহাপুরুষের আগমন হয় তখনই তার বিরোধিতা হয়। আর এই বিরোধিতায় সমসাময়িক আলেমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যখন ইমাম মাহদী হবার দাবী করেন তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব তৎকালীন ইংরেজ শাসকের নিকট অভিযোগ করেন যে, মির্যা সাহেব মাহদীর ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করেন যা ইংরেজ সরকারের জন্য ক্ষতিকর। তাই ইংরেজ সরকার যেন সরকার বিরোধী এই ক্ষতিকারক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়।

হযরত মির্যা সাহেব যখন এই অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে পারেন তখন তিনি তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মাহদী সম্পর্কিত বিশ্বাস বিস্তারিতভাবে লিখে প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে বিতরণ করেন, যেন মাহদী সম্পর্কিত সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপনের মাধ্যমে সকল ভূল-ভ্রান্তির অবসান ঘটে।

এই পুস্তকটির অনুবাদ ও প্রকাশনায় যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন।

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তারিখঃ ২০ অক্টোবর, ২০০১ ইং

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী *(১৮৩৫-১৯০৮)*
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও

অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষনা করার আদেশ প্রদান করেন যে,সে তাকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কোরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচয়

হাকীকাতুল মাহ্‌দী (মাহদীর তাৎপর্য)

একটা সময় মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী তৎকালীন ইংরেজ শাসককে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম-এর ব্যাপারে কুধারনাগ্রস্থ করার ভরপুর প্রয়াস ও ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল। যুক্তি প্রমাণাদিতে অসফল হওয়ার পরে সে সরকারকে তাঁর (আ.)- এর বিরূদ্ধে প্ররোচনা এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থে মিথ্যা প্রোপাগন্ডা করা সে তার ব্যক্তিগত স্বভাবে পরিণত করে তুলেছিল। সে বার বার কর্মকর্তাগণের নিকট তাঁর (আ.)-এর বিরূদ্ধে মিথ্যা নালিশ করত যে আন্তরিকভাবে এই ব্যক্তি বিদ্রোহপরায়ণ এবং সুদানি মাহ্‌দী অপেক্ষাও ভয়ংকর। আর গভর্নমেন্টের বিন্দুমাত্রও শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। অতএব তাঁর (আ.)- প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন এবং প্রচারকার্যের স্বাধীনতা প্রদান কখনই উচিত নয়। সে ইংরেজী ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করে নিজেকে ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে প্রচার করে আর লেখে যে গাজী মাহ্‌দীর প্রতি-যে কিনা ফাতেমার বংশোদ্ভুত হবে এবং ধর্মযুদ্ধ করে বেড়াবে আর সমস্ত বিধর্মীদেরকে মুসলমান তৈরী করবে, তার কোন আস্থা নেই। আর না সে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জেহাদ করাকে বৈধ জ্ঞান করে। আর সেই সব বর্ণনাগুলিকে যা ফাতেমী মাহ্‌দী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে দুর্বল,কৃত্তিম এবং কাল্পনিক জ্ঞান করে। অতঃপর সে কাবুলের আমীরের নিকট গিয়েও পৌঁছায় এবং তার সাথে সাক্ষাৎলাভের পর এই হুমকি দেয়া আরম্ভ করে যে সেখানে চলো আর ফেরত আসতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম **'হাকীকাতুল মাহ্‌দী'** পুস্তকে বাটালবীর এসব আপত্তি এবং অভিযোগগুলির যুক্তিপূর্ণভাবে খন্ডন করেছেন। এবং মাহদী সম্পর্কে তার ধারনাকে যা সে ইংরেজ সরকারের সমক্ষে তুলে ধরেছিল,একটি দ্বিচারিতা বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর এই পুস্তকের প্রারম্ভে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের- মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী যাদের নেতা ছিল,মাহ্‌দী সম্পর্কে তাদের আকীদা তুলে ধরেছেন। আর এই বর্ণনা নবাব সিদ্দীক হুসেন খাঁ, যাকে মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী স্বয়ং এ যুগের মোজাদ্দেদ আখ্যায়িত করেছে,তাঁর প্রণীত পুস্তক 'হুজ্জাজুল কেরামার'র উদ্ধৃতির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এবং

তাদের বিরোধিতায় মাহদী সম্পর্কে নিজের এবং নিজের জামাতের বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। অতঃপর গভর্নমেন্টের সম্মুখে নিষ্ঠাবান এবং কপট আর শুভাকাঙ্ক্ষী ও অকল্যাণকামীকে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার একটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন যে, আমরা উভয় পক্ষ জেহাদ এবং মাহ্দী সংক্রান্ত যে ধারনাগুলি রাখি সেগুলি আরব অর্থাৎ মক্কা,মদীনা ইত্যাদি শহরগুলিতে আর কাবুল এবং ইরান ইত্যাদি স্থানে প্রকাশিত করার নিমিত্তে আরবী এবং ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং ছাপানোর পরে তা ইংরেজ সরকারের সমীপে উপস্থাপন করব যাতে তারা তাদের ইচ্ছামতো সেগুলি প্রকাশিত করতে পারে। এভাবে হীন ও নীচমনা ব্যক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন হয়ে যাবে। আর সে কখনও নিজের আস্থা সুস্পষ্টভাবে লিখবে না কারন মুসলমানদের সাধারন বিচারধারার বিপরীতে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাগুলি ইসলামি দেশসমূহে প্রকাশ করা সেই বাহাদুরের কাজ যার কথা ও কাজ এক। পরিশেষে তিনি (আ.) প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আরবী ভাষাতে তাঁর ধর্মবিশ্বাস তুলে ধরেছেন। এবং পুস্তকের শেষাংশে ফার্সী ভাষায় এর অনুবাদ তুলে ধরেছেন। কিন্তু নীচমনা ব্যাক্তিটির এরূপ করার সাহস হয়নি। পরিশেষে এই পুস্তকটি তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ ইং তে প্রকাশ করে দেন।

বিনীত

মাওলানা জালালউদ্দীন শামস্

মাহদী সম্বন্ধে বিশ্বাস

এ বিষয়টি মহামান্য ইংরেজ সরকারের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক, ওহাবী ফির্কা যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাদের নেতা হলেন মৌলভী আবূ সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী। প্রতিশ্রুত মাহদী সম্বন্ধে তারা কী মনে করেন ও কী বিশ্বাস পোষণ করেন এবং এ ব্যাপারে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস কী? কেননা সকল মতবিরোধ ও শত্রুতার মূল হলো এই যে, আমি এমন মাহদীকে মানি না (যা তারা মনে করে- অনুবাদক)। তাই আমি তাদের দৃষ্টিতে কাফির। আমার দৃষ্টিতে তারা ভুল করছে। সুতরাং মাহদী সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসের মোকাবেলায় তাদের বিশ্বাস নিম্নে লিখছি। আহলে হাদীসের (ফির্কার লোকদের- অনুবাদক) বিশ্বাস, যাদের আসল নাম হলো ওহাবী। মাহদী সম্বন্ধে তাদের শত শত পুস্তক-পুস্তিকায় যদিও পাওয়া যায়, তবুও নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেবের পুস্তক হতে এই বিশ্বাস বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি। কেননা, মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী যিনি তাদের নেতা সিদ্দীক হাসান খাঁ-কে এ শতাব্দীর মুজাদ্দেদরূপে মেনে নিয়েছেন (ইশাআতুস্ সুন্নাহ্ (পত্রিকা) দ্রষ্টব্য,-লেখক) এবং তার পুস্তকসমূহকে এক মুজাদ্দেদের নির্দেশাবলীরূপে প্রত্যেক আহলে হাদীসের জন্য অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন।

মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ তার পুস্তক ‘হুজ্জাজুল কেরামার’ ৩৭৩ পৃষ্ঠায় এবং তার পুত্র সৈয়দ নূরুল হাসান খাঁ নিজ পুস্তক ‘ইকতেরাবুস সাআত’ এর ৬৪ পৃষ্ঠায় মাহদী সম্বন্ধে আহলে হাদীসের বিশ্বাসকে এভাবে বর্ণনা করেন যা সংক্ষেপে এরূপ যে, ‘মাহদী প্রকাশিত হবার সাথে সাথে খৃষ্টানদের এভাবে হত্যা করবেন যে, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে যাবে তাদের সরকার ও রাজত্ব

মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস এই যে, মাহদীর আগমন সংক্রান্ত এ ধরনের হাদীসসমূহ কোন মতেই আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার মতে এগুলোর উপর তিন ধরনের আপত্তি আছে। অন্য কথায় এগুলি তিন শ্রেণীর বাইরে নয় ঃ (১) প্রথমতঃ এসব হাদীস জাল, মওযূ (মনগড়া) অপ্রামাণ্য ও ভ্রান্ত এবং এদের বর্ণনাকারীদের উপর অবিশ্বস্ততা ও মিথ্যা

মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

চালানোর সাহস থাকবে না এবং রাজত্বের গন্ধ তাদের মস্তিষ্ক হতে দূরীভূত হয়ে যাবে। তারা অপদস্থ হয়ে পলায়ন করবে।

তারপর 'হুজাজুল কেরামার'ই ৩৭৪ পৃষ্ঠার ৮ম লাইনে লেখা আছে "এই বিজয়ের পর মাহদী হিন্দুস্থানে আক্রমণ করবেন এবং হিন্দুস্থান জয় করবেন। হিন্দুস্থানের বাদশাহর গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে তাকে তার সামনে উপস্থিত করা হবে। এবং সরকারের সকল ধন-সম্পদ ব্যাংক লুট করে নিবেন।"

এর চাইতে অধিকতর ব্যাখ্যা 'ইকতারাবুস সাআত' পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠায় এভাবে রয়েছে যা উল্লেখিত পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠার ১৩তম লাইন হতে ১৭তম লাইনে লেখা আছে যে, 'হিন্দুস্থানের বাদশাহগণকে গলায় শৃংখল পরিয়ে তাঁর অর্থাৎ মাহদীর সামনে আনা হবে। তাদের ধন-ভান্ডার দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দসকে সুসজ্জিত করা হবে।"

এরপর তিনি নিজের মত প্রকাশ করেন এবং উহার সমর্থনে তার মুখের কথা হলো, 'আমি বলছি এখন (হিন্দুস্থানে-অনুবাদক) কোন বাদশাহ্‌ তো নেই। এই কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান

মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

বলার অপবাদ রয়েছে। কোন ধার্মিক মুসলমান এদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। (২) দ্বিতীয়তঃ এসব হাদীসে কিছু রয়েছে যেগুলো যয়ীফ (দুর্বল) ও মযরূহ্‌ (যে হাদীসে বর্ণনাকারীর চরিত্রের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়) হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে এগুলো আস্থার মানদন্ডের ধোপে টেকে না। হাদীসের বিখ্যাত ইমামগণ হয় এগুলোর একেবারেই উল্লেখ করেন নি অথবা আপত্তি ও অবিশ্বাসের সাথে উল্লেখ করেছেন। তারা এ রেওয়ায়াতের সত্যায়ন করেন নি অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সত্যতা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেননি। (৩) তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলো বিভিন্ন সনদে তাদের প্রামাণিকার সন্ধান তো পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো হয়তো পূর্বের যুগে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ওগুলোতে বর্ণিত যুদ্ধগুলো বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলোর জন্য অপেক্ষার সম্ভাব্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই, অথবা ওগুলোতে বাহ্যিক খেলাফত ও বাহ্যিক যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র এক মাহদী অর্থাৎ এক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এবং ইঙ্গিতে বরং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে,

মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস	মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

জমিদার আছে। তারাও কোন স্থায়ী প্রশাসক নন বরং তারা নামে মাত্র। এ রাজ্যের বাদশাহ ইউরোপীয়। সম্ভবতঃ এই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ মাহদীর যুগ পর্যন্ত যথাসম্ভব এরাই এখানকার শাসক থাকবেন। এদেরকেই গ্রেফতার করে মাহদীর সামনে নিয়ে যাওয়া হবে।"

এর পূর্বে এই ব্যক্তিই লিখে এসেছেন যে, "গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে মাহদীর সামনে হাযির করা হবে।"

হুজাজুল কেরামাতে লেখা হয়েছে যে, সেই সময় সন্নিকটে এবং সম্ভবতঃ চৌদ্দ শতাব্দীতে এ সব কিছু ঘটে যাবে। অতঃপর "ইকতারাবুস সাআতের" ৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "মাহদী খৃষ্টানদের ক্রুশ ভঙ্গ করবে অর্থাৎ তাদের ধর্মের নাম ও নিশানা অবশিষ্ট রাখবে না।"

আবার হুজাজুল কেরামার ৩৮১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ঈসা আসমান হতে অবতরণ করে মাহদীর মন্ত্রী হবেন এবং বাদশাহ্‌ হবেন মাহদী। হুজাজুল কেরামার ৩৮৩ পৃষ্ঠায় সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, মাহদীর যুগ সন্নিকটে। অতঃপর ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, মুসলমানদের এক ফির্কা যারা বিশ্বাস করে না যে, মাহদী এরূপ মর্যাদা ও তাঁর কোন বাহ্যিক রাজত্ব ও বাহ্যিক খেলাফত হবে না। সে না যুদ্ধ করবে আর না-ই রক্ত ঝরাবে। তাঁর কোন সৈন্যদল থাকবে না। বরং আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা হৃদয়গুলিতে আবার ঈমান প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেমন কিনা হাদীসে আছে لَا مَهْدِيَّ اِلَّا عِيْسٰى ইহা ইবনে মাজার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে এবং হাকীম প্রণীত হাদীস গ্রন্থ 'মুসতাদরেকে' আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ননা মুহাম্মদ বিন খালিদ জুন্দী আবান বিন সালেহ হাসান বাসরী হতে, হাসান বাসরী আনাস বিন মালেক হতে এবং আনাস বিন মালেক জনাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসের অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যিনি ঈসার প্রকৃতি ও চরিত্রে আগমন করবেন, অন্য কেউ মাহদী হবেন না। অর্থাৎ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হবেন এবং তিনিই মাহদী হবেন, যিনি হযরত ঈসা (আ.)- এর প্রকৃতি, চরিত্র ও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে আগমন করবেন অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলায় বল প্রয়োগ করবেন না ও যুদ্ধ করবেন না বরং পবিত্র আদর্শ ও ঐশী নিদর্শন দ্বারা হেদায়াতকে বিস্তার দিবেন। এবং এই

মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস	মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

ক্ষমতাধর অর্থাৎ গাজী এবং মুজাহিদরূপে আসবে সেই ফির্কা ভ্রান্তিতে রয়েছে। কেননা এই নিদর্শনের সাথে মাহদীর প্রকাশিত হওয়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ অর্থাৎ হাদীসের ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থ হতে প্রমাণিত। হুজাজুল কেরামার ৩৯৫ পৃষ্ঠায় নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ লিখেছেন যে, মাহদীর প্রকাশিত হবার সময় অতি নিকটে। সমস্ত চিহ্নাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং ইসলাম ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হুজাজুল কেরামার ৪২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন, ঈসাও মাহদীর মত তরবারী দ্বারা ইসলামকে বিস্তার দান করবেন। দুটি কথাই হবে। হয় হত্যা নতুবা ইসলাম।

'আহওয়ালুল আখেরাতে' পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, যে সকল খৃষ্টান ঈমান আনবে না তাদের সকলকে হত্যা করা হবে।

মোট কথা ইহা মুহাম্মদ হুসায়েন এবং তার ঐ দলের ধর্ম-বিশ্বাস যাদেরকে এখন আহলে হাদীস বলে ডাকা হয়। সাধারণ মুসলমান তাদের ওহাবী বলে সম্বোধন করে থাকে। মুহাম্মদ হুসায়েন নিজেকে তাদের নেতা ও প্রবক্তা বলে মনে করে। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎস হাদীসের সমর্থনে আরেকটি হাদীস রয়েছে যা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে এই কথা রয়েছে, يَضَعُ الْحَرْبَ অর্থাৎ ঐ মাহদী যার নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ তিনি ধর্মীয় যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দিবেন। তাঁর এই নির্দেশ হবে যে, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো না, বরং ধর্মকে সত্যের জ্যোতিঃ নৈতিক মুজিযা ও খোদার নৈকট্যের নিদর্শনাবলী দ্বারা বিস্তার দাও। সুতরাং আমি সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি এ সময়ে খোদার ধর্মের জন্যে যুদ্ধ করছে অথবা যোদ্ধাদেরকে সমর্থন করে অথবা প্রকাশ্য বা গোপনে এরূপ পরামর্শ দেয় অথবা মনে এমন ইচ্ছা আকাঙ্খা পোষণ করে সে খোদা ও রসূলের অবাধ্য এবং খোদা ও রসূলের জরুরী বিধিবদ্ধ নির্দেশ-উপদেশ ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা সমূহ এবং অবশ্য করণীয় কর্তব্য-সমূহের বাইরে চলে গেছে। আমি এখন আমাদের সদয় সরকারকে জানাচ্ছি যে, হেদায়াত প্রাপ্ত এবং মসীহ্ (আ.)-এর চরিত্রের উপর পরিচালিত সেই **প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমিই**। প্রত্যেকের উচিত আমাকে ঐ সকল চরিত্রে নিরীক্ষণ করে এবং নিজ হৃদয় হতে মন্দ ধারণা দূর করে নেয়। আমার **বিশ বছর ব্যাপী**

মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

এরা ভুলবশতঃ ঐ সকল হাদীসকে মনে করে যা হাদীসের বিখ্যাত পুস্তক ‘মিশকাত’ নামে খ্যাত-এর ‘বাবুল মালাহামে’ উল্লেখ রয়েছে। আরবীতে ‘মালাহাম’ বড় বড় যুদ্ধকে বলা হয়। তারা মনে করে এ সকল যুদ্ধ মাহদী খৃষ্টান ও অন্যান্যদের সাথে করবেন। ‘মিশকাতের’ ব্যাখ্যা ‘মাযাহেরে হাক্ক’ গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠা থেকে উক্ত অধ্যায়টি শুরু হয়। কিন্তু পরিতাপ এই যে, তারা এ সকল হাদীসকে বুঝতে বড়ই ভুল করেছে।

মোট কথা মুহাম্মদ হুসায়েন ও তার দল যাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয় তারা আগমনকারী মাহদী সম্বন্ধে এ বিশ্বাস করে। এসব লোক যে কত ভয়ঙ্কর, শান্তি ভঙ্গের ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপাদান নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তা লেখার অবকাশ রাখে না।

এদের তুলনায় দ্বিতীয় কলামে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

শিক্ষা, যা বারাহীনে আহমদীয়া হতে শুরু হয়ে ‘রাযে হাকীকাত’ পুস্তক প্রণয়ন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ এগুলোকে গভীরভাবে দেখে তবে ইহাকে আমার অভ্যন্তরীণ-পরিচ্ছন্নতার সব চাইতে বড় সাক্ষী হিসেবে পাবে। আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে, আমি এ গ্রন্থাবলী আরব, ইউরোপ, সিরিয়া, কাবুল ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি এ বিষয়কে নির্ঘাৎ অস্বীকার করি যে, ইসলামের পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধের জন্যে মসীহ্ আকাশ হতে অবতরণ করবেন ও সে সময়ে ফাতেমার বংশধর হতে কোন ব্যক্তি মাহদী নামের বাদশাহ্ হবেন। এবং দুজনে মিলে রক্তক্ষরণ শুরু করবেন। আল্লাহ্‌তা’লা আমাকে সুনিশ্চিৎ জানিয়েছেন যে, এগুলো আদৌ সঠিক নয়। হযরত মসীহ্ (আ.) বহু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কাশ্মীরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর মাজার (সমাধি) মজুদ আছে। সুতরাং যেভাবে মসীহর আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া মিথ্যা প্রমাণিত সেভাবেই কোন যুদ্ধবাজ মাহদীর আগমন বাতিল সাব্যস্ত। এখন যে ব্যক্তি সত্য-পিপাসু সে যেন ইহা গ্রহণ করে।

- বিনীত লেখক

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلی

رَبَّنَا افۡتَحۡ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَ قَوۡمِنَا بِالۡحَقِّ وَاَنۡتَ خَیۡرُ الۡفٰتِحِیۡنَ

'হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক ! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও, কেননা তুমিই উত্তম মীমাংসাকারী'। (আল্ আরাফ 7: 90)

اے قدیر و خالق ارض وسما اے رحیم و مہربان و رہنما

অনুবাদ : হে সর্বশক্তিমান আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, হে বার বার কৃপাকারী, দয়ালু ও পথ প্রদর্শক।

اے کہ میداری تو بر دلہانظر اے کہ از تو نیست چیزے مستتر

অনুবাদ : হে খোদা তোমার দৃষ্টি সকলের হৃদয়ের উপরে রয়েছে, কোন কিছু তোমার কাছে গোপন নয়।

گر تو مے بینی مرا پُرفسق و شر گر تو دید استی کہ ہستم بدگہر

অনুবাদ : যদি তুমি আমাকে পাপাচার ও অসদাচারে নিমজ্জিত দেখ, আমাকে দুশ্চরিত্র দেখ।

پارہ پارہ کن منِ بدکار را شاد کن، ایں زمرۂ اغیار را

অনুবাদ : তাহলে তুমি আমার মত পাপীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও, আমার বিরুদ্ধবাদী এই দলকে আনন্দিত কর।

بر دل شاں ابرِرحمت ہابار ہر مراد شان بفضل خود برآر

অনুবাদ : তাদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার আশীষের বারিধারা বর্ষণ কর, নিজ ফযলে তাদের প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ করে দাও।

آتش افشاں، بر در و دیوارِ من دشمنم باش و تبہ کن کارِ من

অনুবাদ : তুমি আমার ঘরের চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দাও, তুমি আমার শত্রু হয়ে যাও এবং আমার সব কার্যকলাপ ধ্বংস করে দাও।

درمرا از بندگانت یافتی قبلۂ من آستانت یافتی

অনুবাদ : কিন্তু যদি তুমি আমাকে তোমার বান্দাদের অন্যতম হিসেবে পেয়ে থাকো তোমার দরবারকে আমার কিবলা বানিয়েছি আর যদি তা পেয়ে থাকো।

در دل مَن آں محبت دیدۂ کز جہاں آں راز را پوشیدۂ

অনুবাদ : যদি তুমি আমার হৃদয়ে সেই ভালবাসা দেখে থাকো, যে রহস্যকে তুমি এ দুনিয়ার দৃষ্টি হতে গোপন রেখেছো।

بامن از روئے محبت کارکن اند کے افشاء آں اسرار کن

অনুবাদ : তবে তুমি আমার সাথে ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করো, আর তুমি ঐ সকল রহস্যের কিয়দংশ আমার নিকট প্রকাশ করে দাও।

اے کہ آئی سوئے ہر جویندۂ واقفی از سوزِ ہر سوزندۂ

অনুবাদ : হে ঐ খোদা! যিনি প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর দিকে দৌড়ে এসে থাকো, যিনি প্রেমের দহনে দহনশীল প্রত্যেক ব্যক্তির দহন সম্পর্কে অবগত আছো।

زاں تعلق ہا کہ با تو داشتم زاں محبت ہا کہ در دل کاشتم

অনুবাদ : তোমার সাথে আমি যে (ভালবাসার) সম্পর্ক রেখেছি, তোমার প্রতি যে ভালবাসা আমি আমার হৃদয়ে লালন করেছি সেই ভালবাসার প্রসাদে।

خود بروں آ از پئے ابراءِ من اے تو کہف وملجاء و ماوائے من

অনুবাদ : হে খোদা! তুমি আমার পরিত্রাণের জন্য নিজে প্রকাশিত হও, কেননা তুমি আমার আশ্রয়গুহা, আশ্রয়স্থল ও শান্তি-নিবাস।

آتشے کاندر دلم افروختی وز دمِ آں غیر خودرا سوختی

অনুবাদ : আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসার যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছো এবং যে ভালবাসার প্রভাবে তুমি তোমা ভিন্ন অন্য সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমার হৃদয় থেকে দূর করে দিয়েছো।

ہم ازاں آتش رُخِ من برفروز وِیں شبِ تارم مبدّل بروز

অনুবাদ : হে খোদা! তুমি সেই ভালবাসার আগুন দিয়ে আমার চেহারাকেও উজ্জ্বল ও আলোকিত করে দাও, আর তুমি আমার এ অন্ধকার রাতকে দিনে পরিবর্তন করে দাও।

چشمؔ بکشا ایں جہانِ کور را اے شدید البطش بنمازور را

অনুবাদ : এই অন্ধ জগতের চোখ তুমি খুলে দাও, হে কঠোর পাকড়াওকারী, তুমি তোমার শক্তি তাদের দেখাও।

زِ آسماں نور نشانِ خود نما یک گُلے از بوستانِ خود نما

অনুবাদ : আকাশ হতে তুমি নিজ নিদর্শনের জ্যোতিঃ দেখাও, তুমি নিজ বাগান থেকে একটি ফুল দেখিয়ে দাও।

ایں جہان بینم پُر ازفسق و فساد غافلاں رانیست وقتِ موت یاد

অনুবাদ : আমি এ জগতকে বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া-বিবাদে পরিপূর্ণ দেখছি, গাফেলদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করারও সময় নেই।

از حقائق غافل و بیگانہ اند ہمچو طفلاں مائلِ افسانہ اند

অনুবাদ : তারা সত্য তত্ত্বাবলী থেকে উদাসীন ও অপরিচিত এবং তারা কল্প-কাহিনীর দিকে বাচ্চাদের মত আকৃষ্ট হয়ে আছে।

سرد شد دلہا زمہرِ روئے دوست روئے دلہا تافتہ ازکوئے دوست

অনুবাদ : তাদের হৃদয় বন্ধুর চেহারার প্রতি ভালবাসা থেকে বিমুখ ও শীতল এবং তাদের হৃদয়-কপাট বন্ধুর গলি থেকে বিপরীতমুখী হয়ে রয়েছে।

سیل در جوش است و شب تار یک و تار

از کرمہا آفتابے را برآر

অনুবাদ : গুনাহ্র প্লাবন পূর্ণ মাত্রায় বয়ে যাচ্ছে ও ঘোর অন্ধকার রাত, হে খোদা! তুমি দয়া করে সূর্য উদিত করে দাও।

যেহেতু আদি হতে স্বভাবতঃ ইহাই হয়ে এসেছে যে, যখনই কোন জাতিতে এমন কোন ফির্কার জন্ম হয় যাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ঐ জাতির ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতিনীতির পরিপন্থী হয় তখন ঐ জাতির নেতৃবর্গ ঐ ফির্কাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করে। সর্বদা জাতি ও সরকারের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। সুতরাং এ দেশের কয়েকজন মৌলভী আমার সাথে এই ব্যবহারটি করেছে। এদের মধ্যে ঘোর শত্রু ও বিরোধী হলো মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী, যিনি 'ইশাআতুস সুন্নাহ্' পত্রিকার সম্পাদক। আমার অমঙ্গল সাধনে এ ব্যক্তি নিজ আরামকে হারাম করে নিয়েছে। আমার কাফির হওয়া সম্বন্ধে বাটালা হতে বেনারস পর্যন্ত নিজ নির্লজ্জ ফতওয়াতে মোহর লাগিয়ে ঘুরেছে। অতঃপর যখন এ কাজ করেও তার মন ভরে নি তখন আমার বিরুদ্ধে আসল বিষয়ের পরিপন্থী খবর সরকারের নিকট পৌঁছাতে থাকে যে, এ ব্যক্তি গোপনে বিদ্রোহী এবং মাহদী সুদানীর চেয়েও ভয়ংকর। অথচ তিনি নিজেই স্বীয় পত্রিকা 'ইশাআতুস সুন্নাহ্তে' আমার সম্বন্ধে এ মর্মে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন যে, এ ব্যক্তির সম্পর্কে বিদ্রোহের ধারণা পোষণ করাও চরম পর্যায়ের বেঈমানী। তিনি বার বার লিখেছিলেন যে, তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ ব্যক্তি ও তাঁর পিতা মির্যা গোলাম মর্তুযা ইংরেজ সরকারের কল্যাণকামী ও নিবেদিতচিত্ত। যাই হোক যখন এই বিচক্ষণ সরকার এই হিংসুকের কথায় কর্ণপাত করলো না তখন সে নিজ জাতিকে উস্কানী দিতে শুরু করলো এবং আমার সম্বন্ধে ঐ ফতওয়া প্রকাশ করলো যে, এই ব্যক্তিকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ।

সুতরাং এই ফতোয়া দেখে আরো কয়েকজন মৌলভীও হত্যা সম্বন্ধে ফতওয়া দিয়েছে। অতএব নিঃসন্দেহে ইহা সত্য যে, আল্লাহ্তা'লা যদি নিজ অনুগ্রহে এ ব্যবস্থা না করতেন অর্থাৎ সম্মানিত সরকারের আইনের ছায়ায় আশ্রয় না দেয়া হ'ত তাহলে এমন গাজী মুজাহিদ না জানি কত কিছুই করে দেখাতো! এ ব্যক্তি বার বার আমাকে কাবুলের আমীরের হুমকি দিত, ওখানে যাও, তুমি জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। এতো আমার জানা ছিলো যে, এ ব্যক্তি কাবুলের আমীরের

নিকট অবশ্যই গিয়েছিল। কিন্তু এ রহস্যটি এখনো উদ্ঘাটিত হয় নি যে, কাবুলের আমীর আমাকে কোন্ কারণে ও কিসের জন্য হত্যা করার অঙ্গীকার করেছে। তবে ইহা যেন স্মরণ থাকে কপটতাপূর্ণ নীতি আমার নেই। আমীরকে যদি এ ব্যক্তি এ কথা বলে আমার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে থাকে যে, এই ব্যক্তি ঐ মাহ্দী ও মসীহ্র আগমনে অবিশ্বাসী বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা পোষণকারী লোকেরা যার অপেক্ষা করছে। তবে সত্য কথা বলতে কি কাবুলের আমীরকে আমার ভয় কিসের? আমি প্রকাশ্য বলছি, আমি এই গাজী মাহ্দী ও গাজী মসীহ্র আগমনে অবিশ্বাসী। আমার এ কথাগুলিকে বেআদবী মনে করা হতে পারে কিন্তু আমার নিকট খোদা যা প্রকাশ করেছেন আমি উহা পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি এ কথায় বিশ্বাসী যে, আধ্যাত্মিকভাবে ইসলামের উন্নতি হবে এবং শান্তি ও সন্ধির সাথে বিস্তৃতি লাভ করবে। তবে এই ব্যক্তির অবস্থার উপর অত্যন্ত পরিতাপ যে, সে বহুরূপী। মৌলভীদেরকে অন্তরালে কিছু বলে এবং ইংরেজ সরকারকে অন্য কিছু। আবার কাবুলের আমীরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার কাছে গিয়ে তার মর্জি অনুযায়ী বিশ্বাস প্রকাশ করে। আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যক্তি কাবুলে গিয়ে ধর্ম-বিশ্বাসের দিক থেকে আমীরের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করেছে। কেননা, কাবুলের আমীর যদি এমনই ব্যক্তি হয়, যে নিজ আকীদা বিরোধী লোক পেলে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে ফেলে তবে প্রশ্ন উঠে এমন আমীরের নিকট হতে সে কীভাবে বেঁচে আসলো? এই ব্যক্তি কি স্বীকারোক্তি দিতে পারে যে,সে কাবুলের আমীরের সাথে একই ধর্ম-বিশ্বাস পোষণকারী?

বাকী রইল আমার আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস - এগুলো প্রকৃতই সত্য তেমনি ওগুলো প্রত্যেক ফিতনা হতে পবিত্র ও কল্যাণময়। আমার বিশ্বাস মতে এমন কোন মাহ্দী বা মসীহ্ আসবে না, যে পৃথিবীকে রক্তে রঞ্জিত করে দেবে এবং তার বড় গুণ হবে, সে বলপূর্বক লোকদের মুসলমান বানাবে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই চিন্তা করতে পারেন যে, আমাদের এ ধর্মীয় বিশ্বাস কত উত্তম ও পবিত্র যার ভিত্তি পূর্ণাঙ্গীণভাবে শান্তি ও সহিষ্ণুতার উপর। যার ফলে কোন বিরুদ্ধবাদী ইসলামের উপর বল প্রয়োগের অপবাদ দেয়ার সুযোগ পেতে পারে না। মানব জাতির সাথেও অযথা পশুসুলভ আচরণ করতে হয় না আর নৈতিক অবস্থার উপরেও কোন দাগ পড়ে না। এমন পবিত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারী লোকের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সরকারের অধীনে কপটতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে হয়

না। কিন্তু আমাদের আকীদার পরিপন্থী যে সব আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এ লোকগুলো বসে আছে সেগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞ সরকারের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ভয়ংকর হচ্ছে সেই দলটি যাদের ধর্ম-বিশ্বাস ভয়ংকর। মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর মাহদী সুদানীর সাথে আমার সাদৃশ্য বর্ণনা করা সরকারকে কতই না ধোঁকা দেবার নামান্তর। প্রকাশ থাকে, আমি অস্ত্রের জেহাদের বিশ্বাসী নই আর এমন কোন মাহ্দী ও মসীহ্র আগমনেও বিশ্বাসী নই যার কাজ জেহাদ ও রক্তপাত ঘটানো। অতএব সুদানের মাহদীর সাথে আমার সাদৃশ্য ও তুলনা কীভাবে হতে পারে? আমার যতটুকু ধারণা তাতে আমি জানি মাহ্দী সুদানীর আকীদার সাথে এদের আকীদার অত্যন্ত মিল রয়েছে। যদি অন্য কারো সামনে মুহাম্মদ হুসায়েন ও তার দশ বিশজন মৌলভী বন্ধুর একে অপরের সামনে কসম খাইয়ে বিবৃতি নেয়া হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে, মাহ্দী সুদানীর সাথে আমার ধর্ম-বিশ্বাসের মিল রয়েছে, না এ লোকগুলোর।

আমার জন্য এ সকল বিষয়ের বর্ণনা করা আবশ্যক ছিল না। সম্মানিত সরকার খুবই বিজ্ঞ সে কারো দ্বারা ধোঁকায় পড়তে পারে না। যেহেতু মুহাম্মদ হুসায়েন বার বার আমার উপর অপবাদ দিয়েছে যে, সুদানের মাহ্দীর সাথে আমার অবস্থাবলী যেন সাদৃশ্যপূর্ণ বরং আমি তার চাইতেও ভয়ংকর। তাই মিথ্যা রটনার উত্তর দেয়া আমার জন্য জরুরী ছিল। আমি আল্লাহ্তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে কপটতামূলক কার্যকলাপ হতে নিরাপদ রেখেছেন। আমি এমন নই যে, মুহাম্মদ হুসায়েনের ন্যায় ইংরেজ সরকারকে কিছু বলবো এবং নিজের সমমনা মৌলভীদের কাছে অন্য আকীদা প্রকাশ করবো। ইহা কেমন লজ্জাজনক ও হীন স্বভাব যে, মুহাম্মদ হুসায়েন অন্যান্য মৌলভীদের নিকট তাদের কল্পিত মাহ্দী সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেছে। আর তেমনি কাবুলের আমীরকেও খুশী করেছে এবং তার কাছ থেকে অনেক টাকা পুরস্কার লাভ করেছে। অপর দিকে সরকারের কাছে বর্ণনা করেছে যে, সে ঐ ধরনের বিশ্বাস হতে বিমুখ ও এমন হাদীসসমূহকে 'মওযূ' ও সম্পূর্ণ ভুল মনে করে। ইহা কি প্রশংসা যোগ্য চরিত্র, কখনই নয়। মুনাফিকদের প্রতি না খোদাতা'লা রাজি হতে পারেন, না কোন বিজ্ঞ সরকার। অন্তর ও বাহির এক হওয়া নেহায়েৎই উত্তম স্বভাব। সরকার চিন্তা করতে পারে, এই লোকগুলি আমার প্রতি কেন অসন্তুষ্ট এবং তাদের অসন্তুষ্টির মূল কারণ কী? সরকারের জন্যে স্যার সৈয়দ

আহমদ কে সি, এস, আই, এর সাক্ষী যথেষ্ট যা তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমার সম্বন্ধে প্রকাশ করে গেছেন। বরং এ ব্যাপারে তিনি সকল মুসলমানকে নসিহত করেছেন যে, ইংরেজ সরকার সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি পোষণ করে থাকেন মুসলমানদের এ কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মুহাম্মদ হুসায়েন আমাকে কষ্ট দেবার জন্য অন্যান্য মুসলমানদেরকে যে হীন পন্থায় প্ররোচিত করছে তা শুনে যে কোন নেক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি আফসোস করবেন। আমি নিজের থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর দিকে আহ্বান করছিলাম কিন্তু মুহাম্মদ হুসায়েনকে কখনও সম্বোধন করি নি। হঠাৎ করেই সে নিজে নিজেই আমার বিপক্ষে কুফরী ফতওয়া প্রস্তুত করে এবং চেষ্টা করতে থাকে লোকেরা যেন আমাকে কাফির ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়। সর্ব প্রথম এই ফতওয়া সে তার শিক্ষক নযীর হুসায়েন দেহলবীর সামনে পেশ করে। উক্ত নযীর হুসায়েন তারই সমবিশ্বাসী ও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট এবং তার চিন্তা-চেতনার শক্তিসমূহও বার্ধক্য কবলিত এবং স্বভাবতঃ অদূরদর্শী মোল্লাদের মত হিংসুক ও সংকীর্ণমনা তাই সে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দিধায় আমার কাফির হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। তারপর আর কি? এমনি পা-চাটা শাগরেদরা কুফরীর ফতওয়া দিয়ে দিল। যাই হোক ইহাতো সেই বিষয় যা মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, কে কাফির এবং কে মু'মিন। কিন্তু এ স্থলে শুধু এ বিষয়টিই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মদ হুসায়েন অযথা সর্বৈব শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এই ফতওয়া প্রস্তুত করেছে। এবং হিন্দুস্তানের যত্র তত্র ঘুরে ফিরে এর উপর শত শত মোহর লাগিয়েছে যে, এই ব্যক্তি কাফির ও দাজ্জাল। আর সেই থেকে অদ্যবধি অবমাননা ও অপদস্থ করার চেষ্টা করা এবং গালমন্দ দেয়া থেকে বিরত হয় নি। নিজ হাতে নোংরা গালমন্দপূর্ণ প্রবন্ধাদি সে লিখে এবং মোহাম্মদ বখ্‌শ জাফর যাটলি লাহোরী ও আবুল হোসেন তিব্বতীর নাম প্রকাশ করে। এরপর ঐ প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ উদ্ধৃতিস্বরূপ নিজের পুস্তকাবলীতে লিখতে থাকে। এগুলো সবই প্রমাণিত বিষয়। ইহা কোন আনুমানিক বিষয় নয়। সে এতেই ক্ষান্ত হয় নি বরং আমাকে হত্যার ফতওয়াও দিয়েছে। মুবাহালা করার জন্য বহুবার আবেদন করেছে ও পর পরই উহা হতে পাশ কাটিয়ে এবং আমার নামে মুবাহালা না করার বদনাম রটিয়েছে। এ কারণেই ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৮ সনে আমি মুবাহালার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি। ইহার পর মুহাম্মদ হুসায়েন আমার নামে বদনাম রটনা করার উদ্দেশ্যে একটি ছুরি ক্রয় করে এবং বলে যে, উহা দ্বারা আমি নাকি তাকে হত্যা করতে চাই। কিন্তু এর পূর্বে যে ব্যাক্তি আমাকে হত্যা করার ফতওয়া

দিয়েছে তার ছুরি ক্রয় করা কোন্ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে? চিন্তা করা উচিত যে, আমি আমার ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ বিজ্ঞাপনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যে, ইহার অর্থ কারো মৃত্যু নয় বরং যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে উলামা ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হবে। এই লাঞ্ছনার সাথে আইনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তথাপি কিছু স্বার্থপর ব্যক্তি আমাকে আইনের দ্বারা হেয় করার লক্ষ্যে এ বিষয়টি প্রশাসন পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। যদি কিছু আরবী ভাষা জানা দু'এক ব্যক্তিকে হলফ করিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ জিজ্ঞেস করা হতো এবং সর্ব প্রথম কয়েকজন আরবী ভাষা জানা লোককে আমার সামনে জিজ্ঞেস করা হতো তবে এই মকদ্দমা চলতেই পারতো না। কেননা, এমন লাঞ্ছনা যা আলেমদের ফতওয়ার উপর নির্ভর করে আইনের সাথে উহার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এরূপ করা হয় নি আর এ কারণেই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরন্তু ২১শে নভেম্বর ও ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ এর বিজ্ঞাপনে ইহার ব্যাখ্যাও মজুদ ছিল। মুহাম্মদ হুসায়েন নিজ পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী আথম ও লেখরাম সম্বন্ধে আমার যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উহা কাজে লাগাতে চেয়েছে যেন, এ সকল গন্ডোগোল ও রক্তপাত আমার পরামর্শ ও ইঙ্গিতেই হয়েছিল। আর এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা যেন আমার পুরানো স্বভাব কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত এদিকে কারও খেয়াল যায়নি যে, ঐ দুই ব্যক্তির কঠোর হঠকারিতা করার পরেই এ দু'টি ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে। তারা স্বেচ্ছায় এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আমার প্রকাশ করার পূর্বেই ছাপিয়ে দিয়েছিল যার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও আছে। তারপরও আমার বিরুদ্ধে কীরূপে অভিযোগ উঠতে পারতো! অবশ্য ভবিষ্যদ্বানীর বিষয়-বস্তু অনুযায়ী উক্ত দুই ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। একজন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে অপর জন কারো দ্বারা নিহত হওয়ার কারণে। আব্দুল্লাহ্ আথম যে স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় সে ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ কালে কখনও এ বিষয় প্রকাশ করে নি যে, তাকে হত্যার জন্যে কখনও কোন হামলা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বানী যেহেতু শর্তযুক্ত ছিল তাই সে হৃদয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ভয় সৃষ্টি করতঃ এতটুকু উপকৃত হয়েছে যে, যতদিন সে নীরব ছিল ততদিন জীবিত থাকে। আর যখন খৃষ্টানদের প্ররোচনায় সে এ কথা বলতে শুরু করেছে যে, সে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করেনি, তখন তার এ মিথ্যা বলার কারণে আল্লাহ্ তাকে দ্রুত উঠিয়ে নিলেন, যাতে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লোকদের নিকট প্রকাশ পায় যেমন কিনা আমার প্রচারিত ঐশীবাণীতে পূর্ব হতেই ইহা লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং আব্দুল্লাহ্

আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি দু'ভাবে পূর্ণ হয়। প্রথমতঃ ঐশীবাণীতে উল্লেখিত শর্তানুযায়ী ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করার কারণে এবং পনের মাস পর্যন্ত ইসলামের অবমাননা করা হতে নিজ মুখকে বন্ধ রাখার কারণে অত্যন্ত দয়ালু খোদা তাকে অবকাশ দিয়েছিলেন। যেমন কিনা শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চিরায়ত রীতি রয়েছে। অতঃপর পনের মাস অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ অতিবাহিত হবার পর তার মনে এ ধারণার উদ্রেক হয় যে, এরূপ অবকাশ ও বিলম্ব লাভ তার ভীতির কারণে হয় নি বরং ঘটনাচক্রে এমনটি হয়েছে। সুতরাং সে যখন তার এই ধারণার উপর হঠকারিতা করল ও কয়েকটি মিথ্যা রটনা করল এবং মনে করলো যে, সে এখন রক্ষা পেয়ে গেছে তখন খোদাতা'লা তার উপর হতে স্বীয় নিরাপত্তা উঠিয়ে নিলেন। আর এভাবে সে আমার শেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে মারা যায়। যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে, সে কেবল মাত্র ইলহামে উল্লেখিত ঐ শর্তটি থেকে উপকৃত হয়েছে। শর্ত ভাঙ্গার সাথে সাথেই সে ধৃত হয়েছে। অতএব আথমের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত পূর্ণ হয়েছেঃ ১। শর্তানুযায়ী অবকাশ লাভ ২। শর্ত ভঙ্গের সাথে সাথে পাকড়াও হওয়া। লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্ত ছিল না। এ জন্য উহা এক দফাতেই পূর্ণ হয়েছে। কেমন মূর্খ যালেম ও আত্মসাৎকারী ঐ ব্যক্তি যে বলে যে, আথমের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এ ছাড়া আমরা ঐ লোকেদের সম্বন্ধে 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' ব্যতিরেকে আর কি-ই বা বলতে পারি।

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কয়েকজন সংকীর্ণমনা জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি আরো এক দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপত্তি করে যে, উহা পূর্ণ হয় নি। তবে এগুলি তাদের অপবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। সত্য ও প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমার কোন এমন ভবিষ্যদ্বাণী নেই যা পূর্ণ হয় নি। কারো মনে যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তবে সে যেন সরল অন্তঃকরণে আমার নিকট আসে। সরাসরি প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর না পেলে আমি যে কোন ধরনের ক্ষতি পূরণের শাস্তির যোগ্য হবো। বাস্তব সত্য এই যে, এমন লোক সংকীর্ণতার কারণে আপত্তি করে থাকে, ন্যায়পরায়ণতার জন্যে নয়। এরা যদি আম্বিয়া আলায়হেস সালামের যুগে হতো তবে এরা তাদের উপরও এমন আপত্তিই করতো যেভাবে তারা আমার উপরে আপত্তি করে থাকে। যে ব্যক্তির চোখ রয়েছে আমরা তাকে রাস্তা দেখাতে পারি। কিন্তু যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অহংকারে অন্ধ হয়ে গেছে তাকে কীভাবে দেখানো যাবে? এ

অধমের তিন হাজার বা উহা হতে অধিক কল্যাণজনক ভবিষ্যদ্বাণী যা জননিরাপত্তার বিরোধী নয়, পূর্ণ হয়েছে। শত শত সচেতন ব্যক্তি এগুলোর সাক্ষী। এ সম্পর্কে আমার অনেকগুলি লেখা পূর্বেই যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। তথাপি যদি কোন ব্যক্তি হীনমন্যতায় অযথা সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করে, আর এরা সরাসরি আমার সাহচর্যে থেকে পরীক্ষা না করে এবং অভিজ্ঞদের নিকট জিজ্ঞেস না করে বরং ধোঁকা ও খেয়ানতের পন্থায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপত্তিসমূহ রটনা করে খেয়ানত ও মিথ্যা বলা হতে বিরত হয় না, সে-ও ঐ সকল অস্বীকারকারীদের উত্তরাধিকারী যারা ইতঃপূর্বে খোদার পবিত্র নবীদের বিরোধিতায় গত হয়েছে। খোদাতা'লা তাঁর বান্দাদের যেন এমন চক্রান্তকারীদের মিথ্যা অপবাদ থেকে স্বীয় আশ্রয়ে স্থান দেন। এ সকল লোক কি কারণে চোরের মত দূরে দূরে থেকে আপত্তি করে এবং সরল হৃদয়সম্পন্ন লোকদের মত সামনে এসে আপত্তি করে না এবং উত্তরও শুনতে চায় না? এর একমাত্র কারণ হলো এই যে, এ সকল লোক নিজেদের ধোঁকাবাজী ও অসাধুতা সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাদের বিবেক তাদেরকে সর্বদা স্মরণ করায় যে, তোমরা যদি এরূপ বেহুদা, অজ্ঞতা ও খেয়ানতে পরিপূর্ণ আপত্তি সরাসরি সামনে গিয়ে কর তবে এতে তোমাদের সমস্ত মুখোশ খুলে যাবে এবং তোমাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা একেবারেই নস্যাৎ হয়ে যাবে। তখন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, আপত্তির নাম গন্ধও থাকবে না।

ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে এমন কোন বিষয় নেই যার দৃষ্টান্ত পূর্বের আম্বিয়া আলায়হিসুম সালামদের ভবিষ্যদ্বানীতে নেই। এ সকল অজ্ঞ ও অভদ্র লোক যেহেতু ধর্মের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও তত্ত্ব হতে অজ্ঞ তাই আল্লাহ্তা'লার চিরায়ত রীতি অবগত হবার পূর্বেই হীনমন্যতার বশে আপত্তি করতে ধাবিত হয়। এবং সর্বদা يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ (সূরা তওবা 9:98- অনুবাদক) আমার বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে ও عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ (তাদের উপরই মন্দ বিপর্যয়,সূরা তওবা 9:98- অনুবাদক) এর বিষয় বস্তু হতে অজ্ঞ থাকে। তাদের মধ্য হতে একজন তান্ত্রিক হবার দাবী করে আমার সম্পর্কে লিখেছে, তন্ত্রীয় বিদ্যা দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। কিন্তু এ অজ্ঞরা বুঝে না যে, তন্ত্রীয় বিদ্যা হচ্ছে সেই মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত জ্ঞান যার মাধ্যমে শিয়ারা হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) সম্বন্ধে এ কথা বলে থাকে যে, নাউযুবিল্লাহ্ তাঁরা

অত্যাচারী ও ঈমানের গন্ডির বহির্ভূত। সুতরাং এরূপ মিথ্যা পন্থার উপরে ঐ সকল লোকেরাই নির্ভর করবে যাদের হৃদয় সত্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি কোন হিন্দু এ দাবী করে যে, শুধু হিন্দু ধর্মই সত্য এবং অন্যান্য সকল নবীদের ধর্ম মিথ্যা তবে কি ঐ সব ধর্ম মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে? পরিতাপের বিষয় যে, এমন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মুসলমান বলে কেমন ধরনের হীন মনোবৃত্তির মধ্যে নিপতিত। অপরদিকে সকলের দিব্য-দর্শন আর স্বপ্নও এক সমান হয় না। ঐ পরিপূর্ণ দিব্য-দর্শন পবিত্র কুরআন যাকে 'ইযহার আলাল গায়ব' (অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ- অনুবাদক) বলে আখ্যায়িত করেছে যা বৃত্তের মত পূর্ণাঙ্গীণ জ্ঞানের আধার হয়ে থাকে, উহা সকলকে দান করা হয় না। শুধু মাত্র বুযূর্গ ব্যক্তিদেরকে দান করা হয়। আর দুর্বল ব্যক্তিদের দিব্য-দর্শন ও ইলহাম দুর্বল হয়ে থাকে। পরিণামে তা তাদেরকে লজ্জিত করে থাকে। 'ইযহার আলাল গায়বের' তাৎপর্য এই যে, যেভাবে কেউ উঁচু স্থানে উঠে চতুর্দিকের সবকিছু দেখে থাকে তেমনিভাবে নিঃসন্দেহে প্রতিটি বস্তুকে সে অনায়াসে দেখতে পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নীচু স্থান থেকে ঐ সব জিনিষ দেখতে চায় সে ক্ষেত্রে বহু জিনিষই তার অগোচরে থেকে যায়। আর বুযূর্গ ব্যক্তিদের সাথে খোদার ব্যবহার এই হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁদের দৃষ্টিকে উন্নত স্তরে নিয়ে যান। তখন তারা সব কিছু সহজেই দেখতে পারেন। এবং তারা উহার পরিণামের সংবাদ দিয়ে থাকেন। নীচু স্থানের অবস্থিত ব্যক্তি পরিণামের সংবাদ দিতে অক্ষম। এজন্যেই 'বালআম', হযরত মূসা (আ.)-কে চিনতে ধোঁকায় পতিত হয়েছিল। সে তাঁর (আ.) উচ্চাঙ্গীণ মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত না হওয়ার কারণে সে তাকে ভয় করে শিষ্টাচার দেখাতে পারে নি। হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়ে ইহুদীদের মধ্যে বহু ইলহাম লাভকারী ও সত্য-স্বপ্ন দর্শনকারী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তারা নীচু স্থানে অবস্থান করতেন তাই তাদের 'ইযহার আলাল গায়ব' এর মর্যাদায় ভূষিত করা হয় নি। এ জন্যে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে সনাক্ত করতে পারে নি। আর এ কারণে তারা তাঁকে নিজেদের মত বরং নিকৃষ্টতর বলে মনে করে নিয়েছিলো। স্বপ্ন-দর্শনকারী ও ইলহাম প্রাপ্তদের জন্যে ইহা এমন এক পরীক্ষা, যদি খোদার আশিস না থাকে তবে অধিকাংশই এর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর 'নিম মুল্লা খাতরায়ে ঈমান' (অর্থাৎ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী) প্রবাদটি এদের উপর প্রযোজ্য হয়। তাই নীচুতে অবস্থান ও 'ইযহার আলাল গায়বের' পার্থক্য স্মরণ রাখা উচিত। অনেক এমন (বিদ্বেষে) অন্ধ ইলহামের দাবীদার রয়েছে যাদের পা গর্ত হতে বের হয় নি

(অর্থাৎ যারা দুনিয়ার কীট হয়ে আছে- অনুবাদক) তারা আমার সম্বন্ধে এ ভবিষ্যদ্বাণী করে যেন আমার এ সিলসিলা (জামাত) এখনই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তারা যদি ইহা হতে তওবা করে তবে ইহা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের মনে রাখা উচিত যে, মধ্য জীবনে আম্বিয়া আলায়হেস সালামগণও বিপদাবলী হতে নিরাপদ ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের পরিণাম উত্তম হয়েছে। এভাবে যদি আমারও এ মধ্য জীবনে কোন দুঃখ-কষ্ট আসে বা কোন বিপদের সম্মুখীন হই তাহলে উহাকে খোদাতা'লার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনে করা ভুল। আল্লাহ্‌তা'লার নিশ্চিৎ অঙ্গীকার এই যে, তিনি আমার এ সিলসিলাকে কল্যাণমন্ডিত করবেন। এবং নিজ বান্দাকে তিনি এত কল্যাণ দিবেন যে, এমন কি বাদশাহগণ তাঁর এ "অধমের' কাপড় হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। তিনি (আল্লাহ্‌তা'লা) প্রত্যেক (চলমান) বিপদ ও ভাবী বিপদেরও পরিণাম উত্তমই করবেন, এবং শত্রুর প্রত্যেক অপবাদ হতে পরিশেষে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন। এ সম্বন্ধে তাঁর (আল্লাহ্‌) পক্ষ হতে এত ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে, যদি সেসব একত্রিত করা হয় তাহলে এ বিজ্ঞাপন একটি পুস্তিকায় পরিণত হবে। সুতরাং কয়েকটি ইলহাম ও একটি স্বপ্ন উদাহরণস্বরূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি। আর তা হলো এইঃ ১৩১৬ হিজরীর ২১শে রমযান জুমুআর রাতে আমি আধ্যাত্মিক বিচ্ছুরণ অনুভব করছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল যে, ইহা 'লায়লাতুল কদর'। আকাশ হতে ধীরে ধীরে ও ঝির ঝিরে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। একটি সত্য-স্বপ্ন দেখলাম। এই রূইয়া তাদের সম্বন্ধে যারা আমার সম্বন্ধে সম্মানিত সরকারকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমি দেখলাম কেউ আমার নিকট আবেদন করেছে যে, যদি তোমার খোদা সর্বশক্তিমান হয়ে থাকে, তবে তাঁর নিকট আবেদন কর যেন তোমার মাথার উপর যে পাথরটি রয়েছে তা যেন মোষের আকার ধারণ করে। তখন আমি দেখলাম, একটি ভারী পাথর আমার মাথার উপরে রয়েছে যাকে আমি কখনও পাথর মনে করেছি আর কখনও কাঠ। তখন আমি ইহা জানার পর ঐ পাথরটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করলাম। এর পর আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলাম যেন এ পাথরকে মোষ বানিয়ে দেয়া হয়। আর আমি এ দোয়াতে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। এর পরে যখন আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, তো কি দেখি! ঐ পাথরটি মোষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার দৃষ্টি সর্ব প্রথম উহার চোখের উপর পড়ে। উহার ছিল অতিব উজ্জ্বল ও ডাগর চোখ। খোদা ঐ পাথরটি, যার কোন চোখ ছিল না এমন ডাগর উজ্জ্বল চোখের সুন্দর মোষ ও কল্যাণজনক জীব বানিয়ে দিয়েছেন যে, এ দেখে আমি খোদার শক্তি ও মহিমাকে স্মরণ করে হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম

এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেজদায় পড়ে গেলাম। আর আমি সেজদায় খোদার মর্যাদা উচ্চস্বরে এই শব্দ দ্বারা বর্ননা করছিলাম যে, রব্বি আল আলা, রব্বি আল আলা (আমার প্রভু অতীব উচ্চ- অনুবাদক) এবং আমার স্বর এত উচ্চ ছিল যে, আমি মনে করি, এ ধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল। তখন আমি এক মহিলাকে, যে আমার পাশে দন্ডায়মান ছিল, যার নাম ভানু ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই আমাকে দোয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিল, তাকে বললাম, দেখো আমাদের খোদা কেমন শক্তিধর খোদা, যিনি পাথরকে মোষ বানিয়ে চোখ দান করেছেন। আমি তাকে এই কথা বলছিলাম যে, খোদাতা'লার শক্তি ও মহিমা স্মরণ করে আমার হৃদয় পুনরায় উদ্বেলিত হলো। আমার হৃদয় দ্বিতীয় বার তাঁর প্রশংসায় ভরে গেলো। এভাবে আমি পুনরায় হতবিহ্বল হয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম। এ প্রতিটি মুহূর্ত আমার হৃদয়কে খোদাতা'লার দরবারে এ কথা বলে বলে অবনত করছিলো যে, হে আমার খোদা! তোমার মর্যাদা কতই না উচ্চ তোমার কাজ কতই না অদ্ভূত যে, তুমি এক নির্জীব পাথরকে মোষ বানিয়ে দিয়েছো। উহাকে ডাগর ও উজ্জ্বল চোখ দান করেছো, যদ্বারা সে সবকিছু দেখে থাকে, শুধু ইহা নয় বরং উহার দুধেরও আশা রয়েছে। শক্তি ও মহিমার বিষয় ছিল, কি হতে কি হয়ে গেল। আমি সেজদাতেই ছিলাম এমতবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। সে সময় রাত প্রায় চারটা। ফালহামদুলিল্লাহে আলা যালেক (সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্তা'লার)। আমি ইহার তা'বীর (ব্যাখ্যা) এই করেছি যে, ঐ কঠোর স্বভাবাপন্ন বিরোধী যারা আমার বিরুদ্ধে অবাস্তব ও একবারে ডাহা মিথ্যা কথা তৈরী করে সরকারের নিকট পৌঁছাতো তারা সফলকাম হবে না। এবং যেভাবে খোদাতা'লা স্বপ্নে এক পাথরকে মোষ বানিয়ে দিয়েছেন এবং উহাকে ডাগর ও উজ্জ্বল চোখ দান করেছেন অনুরূপভাবে তিনি (আল্লাহ) পরিণামে সরকারকে আমার সম্বন্ধে দূদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করবেন। এবং তারা আসল ব্যাপারটি বুঝে যাবে। **ইহা খোদার কাজ এবং লোকদের দৃষ্টিতে অদ্ভূত।**

ইহা কৃতজ্ঞতার কথা, আমাদেরকে যে সরকারের অধীনস্থ করা হয়েছে তারা সততার কাঙ্গাল ও পিয়াসি। তারা ভুল করলেও পুণ্যের নিয়তেই তা করে থাকে। তারা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধানে লেগে থাকে। উহার পর আমার উপর যে ইলহামটি হয় উহা এই স্বপ্নেরই সমর্থনকারী। উহাও নীচে লিখছি। যেন এই শেষ সময়ে যখন উহা পূর্ণ হবে তখন লোকদের ঈমান দৃঢ় হয়। কিন্তু ইহা কবে পূর্ণ

হবে তা আমি জানি না এবং কার দ্বারা পূর্ণ হবে এবং ইহার (পূর্ণ হবার) সময় কোনটি (তা-ও আমি জানি না)। আমি নিশ্চিতভাবে জানি সরকারকে সদা যে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে তা স্থিতিশীল হবে না। পরিণামে ন্যায়বিচারকে পছন্দকারী সরকার খোদার প্রদত্ত দৃষ্টি-শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও জাগ্রত বিবেকের কারণে আমার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হবে। তদনুযায়ী তখন আমি যা দেখেছি তা ছিল মানবীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে খোদার শক্তি ও মহিমা এক পাথরকে একটি সুন্দর সাদা মোষ বানিয়ে দিয়েছে। এবং উহাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল চোখ দান করেছে। (তখন) আমার প্রকৃত অবস্থা সরকারের নিকট প্রকাশিত হয়ে যাবে। ঐ মুহূর্ত ও দিন সম্বন্ধে খোদাই অবহিত। তবে শীঘ্র হোক অথবা দেরীতে আমার পবিত্রতা, নেক চাল-চলন ও সরকারের প্রতি আমার পূর্ণাঙ্গীণ আনুগত্য সরকারের নিকট এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সুপ্রকাশিত হবে। আর ঐ সব ধারণা যা আমার সম্বন্ধে ছড়ানো হয়ে থাকে তা ভুল সাব্যস্ত হবে। আর ইলহামসমূহ যা এই স্বপ্নের সমর্থক তা এরূপ ঃ

انّ اللّٰه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انت مع الذين اتقوا. وانت معى يا ابراهيم. ياتيک نصرتى انّى انا الرحمٰن. يااارض ابلعى ماءک غيض الماء وقضى الامر. سلام قولًامن ربّ رحيم. وامتازوااليوم ايهاالمجرمون. اناتجالدنافانقطع العدوواسبابه. ويل لهم انّى يؤفكون. يعض الظالم علٰى يديه ويوثَقُ. وان اللّٰه مع الابرار. وانه علٰى نصرهم لقدير. شاهت الوجوه. انه من اٰيةاللّٰه وانه فتح عظيم. انت اسمى الاعلٰى. وانت منّى بمنزلة محبوبين. اخترتک لنفسى. قل انّى اُمِرْتُ وانا اوّل المؤمنين.

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনাত্ ত্বাকাও ওয়াল্লাযীনাহুম মুহসীনুন। আনতা

মাআল্লাযীনাত্ ত্বাকাও! ওয়া আন্‌তা মাআ ইয়া ইব্রাহীম! ইয়াতীকা নুসরাতী, ইন্নী আনার রহমান। ইয়া আরযু ইবলাঈ মাআকা। গীসাল মাওওয়া কুযিআল আমর। সালামুন কাওলাম্ মির রব্বির রহীম। ওয়ামতাযুল ইয়াওমা আইউহাল মুযরিমুন। ইন্না তুযাদিলুনা ফানকাতাআল আদুওউঁ ওয়া আসবাবাহু ওয়ায়লুল্লাহুম আন্না ইউফাকুন। ইয়াইযযুয যালেমু আলা ইয়াদায়হে ওযা ইউসাকু। ওয়া ইন্নাল্লাহা মাআল আবরার। ওয়া ইন্নাহু আলা নাসরিহিম লাক্বাদীর। শাহাতিল উযুহ্। ইন্নাহু মিন আয়াতিল্লাহি ওয়া ইন্নাহু ফাতহুন আযীম। আনতা ইসমিআল আলা। ওয়া আনতা মিন্নি বেমানযিলাতে মাহবুবীন। ইখতারতুকা লোনাফসি। কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুমিনীন- অনুবাদক)।

অর্থাৎ খোদা, খোদাভীরুগণের সাথে আছেন এবং তুমি ও খোদাভীরুগণের সাথে আছো। হে ইব্রাহীম! তুমি আমার সাথে আছ। আমার সাহায্য তোমার কাছে পৌঁছাবে। আমি রহমান (অযাচিতভাবে দান কারী)। হে পৃথিবী! নিজ পানি অর্থাৎ ঘটনা বিরোধী ও ফিতনা সৃষ্টিকারী নালিশসমূহ যা পৃথিবীতে ছড়ানো হয়েছে শুষে নাও। পানি শুকিয়ে গেছে এবং সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। প্রতিপালনকারী দয়ালু খোদা বলেছেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে যালেমরা! আজ তোমরা (ভালো লোকদের মধ্য হতে) পৃথক হয়ে যাও। আমরা শত্রুকে পরাভূত করেছি এবং তাদের সকল অবলম্বন কর্তন করা হয়েছে। তাদের উপর ধ্বংস। তারা কেমন রটনাই না করে বেড়ায়! যালেম নিজ হাত কর্তন করবে এবং অনিষ্ট করা হতে বাধা দেয়া হবে। এবং খোদা পুণ্যকারীদের সাথে থাকবেন। তিনি তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। ইহা খোদার নিদর্শন আর ইহা মহান বিজয়। তুমি আমার সেই 'ইসম' (নাম) যে সবচে' বড় এবং তুমি আমার প্রিয়দের মর্যাদায় ভূষিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য মনোনীত করেছি। তুমি বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।

মহামান্য সরকারের প্রকৃত কল্যাণকামীর পরিচয় লাভের এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা-পদ্ধতি

(মহামান্য সরকারের নিকট আদবের সাথে অনুরোধ করছি যে, এই প্রবন্ধটি যেন গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয় আর অনুরোধের প্রেক্ষাপটে যেন দুপক্ষের পরীক্ষা নেয়া হয়।)

“ইশাআতুস সুন্নাহ্” পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী আবূ সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী যেহেতু গোপনে ইংরেজ সরকারকে সর্বদা আমার সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করে আসছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে, গত কয়েক বছর যাবৎ সে এই কাজই করে আসছে। তাই আমি, মুহাম্মদ হুসায়েন ও আমার সম্বন্ধে এমন মানদন্ড নির্ণয় করা যথাযথ মনে করি যদ্দারা মহামান্য সরকারের নিকট প্রকৃত হীতাকাঙ্খী ও আত্মগোপনকারী অকল্যাণকামীর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবং আগামীতে এই মানদন্ডে আমাদের বিজ্ঞ সরকার দুজনের মধ্য হতে কে নিষ্ঠাবান ও কে কপট তা পার্থক্য করে নিতে পারেন। সুতরাং আমার মতে সেই পদ্ধতি এই, কিছু এমন ধর্ম-বিশ্বাস রয়েছে যা ভুলবশতঃ ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস বলে মনে করা হয়েছে। এবং উহাকে যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম-বিশ্বাস মনে করবে সে সরকারের জন্য বিপজ্জনক সাব্যস্ত হয়। এই ধর্ম-বিশ্বাসকে নিষ্ঠাবান ও কপট ব্যক্তির পরিচয়ের মানদন্ড হিসেবে এভাবে বানানো হোক যে, আমরা দুপক্ষ এই বিশ্বাসসমূহকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখে ও ছাপিয়ে আরব অর্থাৎ মক্কা, মদীনা, কাবুল ও ইরানে এবং অন্যান্য আরবদেশসমূহে বিতরণের জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট সোপর্দ করে দেই যাতে সে (সরকার) এগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যানুযায়ী বিতরণ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি কপটতার আশ্রয় নেয় তার প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। কেননা সে (মুহাম্মদ হুসায়েন) কখনো এই বিশ্বাস-সমূহকে পরিষ্কারভাবে লিখবে না বরং ইহার প্রকাশ করা তার নিকট মৃত্যু তুল্য মনে হবে। এই ধর্ম-বিশ্বাস প্রকাশ করা তার জন্য অসম্ভব। আর মক্কা মদীনাতে এমন বিজ্ঞাপন

প্রেরণ তার জন্য মৃত্যুর চাইতেও নিকৃষ্ট হবে। যদিও আমি বিশ বছর যাবৎ আরবী ও ফার্সীতে এমন (নিজ ধর্ম-বিশ্বাস প্রকাশ করে) বই পুস্তক ছাপিয়ে আরব ও ইরানে প্রচার করছি তবুও উপরোক্ত মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবার লক্ষ্যে এই পুস্তিকার শেষাংশে আমার শান্তিপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস, মাহদী ও মসীহ্ সম্বন্ধে ভুল বর্ণনা ও বৃটিশ সরকার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা আরবী ও ফার্সীতে প্রকাশ করছি। আমার নিকট ইহা গুরুত্বপূর্ণ যে, আহলে হাদীসের দলনেতা বলে আখ্যায়িত মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীও যদি আমার মত শান্তি ও দ্বন্দ্বনিরসনকারী বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে আরবী ও ফার্সীতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে উহার দুইশত কপি আমার নিকট প্রেরণ করবেন, যাতে আমি এগুলোকে নিজ ব্যবস্থাপনায় মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, রোম ও কাবুলে বিলি করে দেই। এমনিভাবে সে-ও যেন আমার আরবী ও ফার্সীতে প্রণীত দু'শত কপি বিজ্ঞাপন নিয়ে স্বয়ং প্রচার করে। আমাদের বিজ্ঞ সরকার যেন এ বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখেন যে, কেবল সরকারকে খুশী করার জন্য কথাচ্ছলে দ্ব্যর্থবোধক কোন পুস্তিকা লেখা এবং উহাকে ভালোভাবে বিতরণ না করা নিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। ইহা এক ভিন্ন বিষয় এবং সততার সাথে এবং পূর্ণ উদ্যমে কোন এমন পুস্তিকা যা মুসলমানগণের সাধারণ বিশ্বাসের পরিপন্থী, উহাকে বিভিন্ন দেশে ভালোভাবে প্রচার করা ভিন্ন বিষয়। ইহা ঐ বীরপুরুষের কাজ যার কথা ও কাজ এক। বস্তুতঃ খোদা যাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন (সে-ই এমন করতে পারে)। যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ হুসায়েন) নেক নিয়্যতের অধিকারী হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে তার এ কাজটি করা উচিত। নতুবা সরকার যেন এ বিষয়টিকে ভালোভাবে স্মরণ রাখেন যদি সে আমার মুকাবেলায় আরবী ও ফার্সীতে এমন পুস্তিকা না লেখে তবে ইহা তার কপটতাকেই সাব্যস্ত করবে। এ কাজ করতে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। দুষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এ কাজে অন্য কোন বাধা নেই। আমাদের মহামান্য সরকারকে এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, এ ব্যক্তি চরম কপটতাপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী। এবং যে দলের নেতা হিসেবে তিনি আখ্যায়িত তারাও এই বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী। এখন আমি আমার অঙ্গীকারানুযায়ী আরবী ও ফার্সীতে নিম্নে বিজ্ঞাপনটি লিখছি এবং সত্যকে অবলম্বন করতে আমি খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। উত্তম বিন্যাস ও দুটি বিজ্ঞাপনের পূর্ণ সাদৃশ্যের জন্য আমি ইহা যথাযথ মনে করেছি যে, আসল বিজ্ঞাপনটি আরবীতে লিখি ও ফার্সীতে এর অনুবাদ করি। যাতে দুটি বিজ্ঞাপন স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী রচিত হয়। ইহা ছাড়াও অন্য ভাষা-ভাষীর লোক আরবী বিজ্ঞাপনকে

সহজে পড়তে পারবে না বিধায় উহার অনুবাদও যেন এক সাথেই হয়ে যায়। সুতরাং আমি এই দুটি বিজ্ঞাপন লিখে এই পুস্তিকার সাথে সংযোজন করছি। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক (আল্লাহ্‌র দেয়া সামর্থ্যের সাথে)

বিনীত লেখক

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

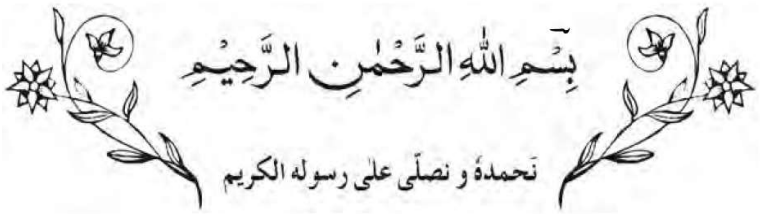

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحمدهٗ و نصلّی علٰی رسوله الکریم

السلام عليكم يا إخوتى ورحمة الله وبركاته۔أمّا بعدفاسمعوا منى يا عباد الله الصالحين، ويا إخواننا من بلاد الروم والشام والأرض المقدّسة مكة ومدينة التى هي دار هجرة سيدنا ونبيّنا خاتم النبيين، وفارس ومصر وكابل وغيرها من الأرضين۔ رحمكم الله وأيّدكم، وكان معكم فى الدنيا ويوم الدين، وهدانا وهداكم إلى حقٍّ مبين.إنى أدعوكم إلى مراضى الله الرحيم، وأدعو إلى وصايا نبى الله الكريم، عليه ألف ألف صلاة من الله الكبير العظيم، وأُبشّركم بما ظهر فى هٰذه الديار بفضل الله الودود الغفّار، وأُبشّركم بأيّام الله وتنفُّس

আরবী অংশের অনুবাদ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুসাল্লি 'আলা রসূলিহিল কারীম

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও আশিস বর্ষিত হোক। এর পর হে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ! আমার কথা শুনো। হে রোম, সিরিয়া পারশ্য, মিশর, কাবুল এবং মক্কা ও মদীনার যা আমাদের সর্দার আমাদের নবী খাতামন্নবীঈন (সা.)-এর হিজরতের পরের আবাসস্থল ও অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমাদের সাহায্য করুন এবং তিনি যেন দুনিয়াতে ও আখেরাতে তোমাদের সহায়ক হোন। তিনি আমাদের ও তোমাদের সুস্পষ্ট সত্যের দিকে হেদায়াত দান করেছেন। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকেই আহ্বান করছি এবং সম্মানিত আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর ওসীয়তের দিকে আহ্বান করছি, যাঁর (সা.)

صبح الصادقين، وأُبشّركم برحمةٍ نزلت من ربنا وهُو أرحم الراحمين . يا عباد الله . إنه عزّوجلّ نظر إلى الأرض فرأى أن الفتن فيها كثرت، والديانة قلّت، والقلوب قست، والصدور ضاقت، وما من يوم يمضى ولا شهر ينقضى، إلّا تزيد الفتن وتشتدّ المحن، ومُلئت الأرض بأنواع البدّعات، وتُركت السُنّة والقرآن وظهر الفساد فى النيّات، وغلبت على القلوب حبّ الشهوات، وزالت من الجباه أنوارُ الحسنات، بل على الوجوه مِن فساد القلوب سوادُ وقُحول، وضُمُر وذبول، وجبن وإحجام، ووساوس وأوهام، وجهلوا كلما أُوتوا من النبى المصطفى، ونسوا وصايا القرآن وما قال خير الورىٰ . وبقى فى أيديهم قشرٌ وأضاعوا لُبّ الإيمان، وأقبلوا على الدنيا وشهواتها وآثروا سُبُل الشيطان، وما تجدون أكثرهم إلّا فاسقين،

উপর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত খোদার হাজার হাজার আশিস বর্ষিত হোক। অত্যাধিক স্নেহশীল ক্ষমাকারী খোদার আশিস, যা এই দেশে প্রকাশিত হয়েছে আমি তোমাদিগকে উহার সুসংবাদ দিচ্ছি। আর আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র (আশিসের) দিন ও সত্যবাদীগণের সুপ্রভাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের প্রভু যিনি সবচে' অধিক কৃপাকারী তাঁর তরফ হতে যে রহমত অবতীর্ণ হয়েছে আমি তোমাদিগকে তারও সুসংবাদ দিচ্ছি। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! মহিমান্বিত প্রতাপশালী আল্লাহ্ যখন এই পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, এখানে ফিৎনা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে, সততা কমে গেছে, হৃদয়গুলি পাষাণ হয়ে গেছে ও অন্তরসমূহ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দিন যতই যাচ্ছে ও মাস যতই অতিবাহিত হচ্ছে ফিৎনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিপদাবলী কঠোরতর হচ্ছে। আর পৃথিবী বিভিন্ন ধরনের বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। নিয়তের মাঝে বিপর্যয়ের অভিপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের হৃদয়ে কামনা-বাসনার প্রবল আকর্ষণ স্থান করে নিয়েছে। তাদের ললাট হতে পুণ্যের জ্যোতিঃ মুছে গেছে। বরং তাদের চেহারায় বিশৃঙ্খলার ছাপ সুস্পষ্ট ও তাদের হৃদয় ঘোর কালিমায় পূর্ণ ও মৃত। তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শুকিয়ে গেছে। তারা কাপুরুষ ও পশ্চাৎমুখী। তারা কুচিন্তা ও সন্দেহপ্রবণ। নবীয়্যে মুস্তাফা (সা.) যা কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন তারা তা ভুলে

مجترئين غير خائفين . وترون أكثر العلماء يقولون ولا يفعلون، و الزهداء يُراؤون ولا يُخلصون، ولا يتبتّلون إلى الله ولا يتّقون . وترون عامة الناس تمايلوا على الدنيا و إلى الآخرة لا يلتفتون، ويتعامون ولا يُبصرون، وينومون مستريحين ولا يستيقظون . وأهل الملل الأخرى يبذلون أموالهم وجهدهم لإشاعة الضلالات، وكذالک فسدت الأرض من سوء الاعتقادات، وأخرجتْ أثقالَها من أنواع المكائد والخزعبيلات۔ فاقتضت العناية الإلهية أن يبعث عبدًا من عباده لتنوير القلوب

গেছে। কুরআনের নসীহত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ (সা.) যা বলে গিয়েছিলেন তারা তা-ও ভুলে গিয়েছে। তাদের হাতে এখন শুধু খোসাই রয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের মূলকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার দিকে ও উহার ভালোবাসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে ও শয়তানের রাস্তাকে তারা বেছে নিয়েছে। তাদের অধিকাংশকেই তুমি কেবল দুষ্কৃতকারী, শঠ ও পাপকার্যে নির্ভীক দেখতে পাবে। তোমরা দেখছো যে, অধিকাংশ আলেম যা বলে বেড়ায় তা নিজেরা করে না। সাধকদের দেখছো লোক দেখানো কর্ম করতে অথচ তাদের মাঝে নিষ্ঠা নেই। আর তারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে না এবং তাকওয়া অবলম্বন করে না। তোমরা সাধারণ লোকদের দেখছো তারা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে গেছে এবং তারা আখেরাতের দিকে ফিরেও তাকায় না। তারা জেনে-শুনে অন্ধ হয়ে রয়েছে আর তারা দেখে না, তারা ঘুমিয়ে আনন্দ পাচ্ছে কিন্তু জাগ্রত হবার চেষ্টা করছে না। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা পথভ্রষ্টতার প্রচার-প্রসারে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করছে ও এ কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। তারা নিজেদের চালাকী ও মিথ্যা বিশ্বাসের বোঝা দুনিয়ার সামনে রেখে দিয়েছে। তাই আল্লাহ্‌তা'লার সুদৃষ্টি দাবী করছে যে, তিনি তার বান্দাদের মধ্যে হতে অন্ধকার হৃদয়সমূহকে আলোকিত করার জন্যে এক বান্দাকে দাঁড় করাবেন। তাঁর হাত দ্বারা তিনি বিদ্যমান সকল বিশৃঙ্খলার সংশোধন করাবেন। সুতরাং তিনি তার আশিস ও রহমতের দ্বারা এই মহান কাজের জন্য আমাকে মনোনীত করে নিয়েছেন।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান, নবুয়তের গোপন রহস্য ও কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের

المظلمة، ويُصلح علىٰ يديه موادَّ المفاسد الموجودة، فاختارنى فضلاً ورحمةً من عنده لهذه الخطّة العظيمة، وأعطانى حظًّا كثيرًا من المعارف الروحانية، وخفايا العلوم النبويّة،والدقائق الفرقانيّة، وسمّانى مسيحًاموعودًا لاحْيِ القلوب المائتة بقدرته الكاملة، ّوأجدّد أمر التوحيد وأشيّد مبانى الملّة . وإنى أنا آية اللّٰه التى جلّاها لوقتها رُحمًا على الخليقة، فهل أنتم تقبلوننى أوتردّون من أتاكم من الحضرة؟ وقد بلّغتُ ما ّأُمِرتُ فكونوا من الشاهدين . والذين كذّبونى فما كان تكذيبهم إلا من العمِيَة، فإنهم ما تدبّروا دقائق أخبار خير البريّة، عليه

একটি বড় অংশ তিনি আমাকে দান করেছেন। তিনি আমার নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ রেখেছেন যেন আমি তাঁর পূর্ণাঙ্গীণ শক্তি ও মাহাত্ম্য দ্বারা মৃত হৃদয়গুলোকে জীবিত করতে পারি। তৌহীদের বিষয়টিকে পুনর্জীবিত করি ও ধর্মের ভীতকে যেন সুদৃঢ় করি। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্তা'লার সেই নিদর্শন যা সৃষ্টির উপর কৃপার জন্য সময়মত প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তোমরা কি আমাকে গ্রহণ করবে? অথবা আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাদের নিকটে যে এসেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে? নিশ্চয় আমাকে যে বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। আর যারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে বস্তুত তারা তাদের অন্ধত্বের কারণে এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যাঁর উপর মহামান্বিত খোদার পক্ষ হতে সালাম ও রহমত তিনি (সা.) যে সূক্ষ্ম সংবাদসমূহ দিয়ে গিয়েছিলেন তারা উহার সম্বন্ধে কোনই চিন্তা-ভাবনা করে না। বাহ্য দৃষ্টিতে তারা বড়ই চঞ্চল। সুতরাং তাদেরকে তাদেরই কামনা বাসনা হতে সৃষ্ট সংকীর্ণতা ও শত্রুতা ঘিরে নিয়েছে। এবং তাদের বিদ্বেষের প্লাবন তাদের উপর জেঁকে বসেছে। সুতরাং তারা কীভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে। আবার তারা বলে যে, মসীহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে এবং মাহদী (ফাতেমা) যোহরার বংশধর হতে প্রকাশিত হবে। তারা দুজন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করবে ও উভয়ের রক্তপাত ঘটাবে। তারা দুজন দয়া প্রদর্শন করবে না এবং কোন পুরুষ বা মহিলাকে (হত্যা করা থেকে) অব্যাহতি দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সবাই মুসলমান হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের

الصلاة والسلام من حضرة العزّة، وكانوا بادى الرأى مستعجلين۔ فأخذهم بخلٌ وعنادٌ نشأ من أهوائهم، واستولٰى عليهم سيل شحنائهم فما كانوا مهتدين۔ وقالوا إن المسيح ينـزل من السماء ، وإنّ المهدى يخرج من بنى الزهراء ، وأنّهما يتقلّدان الأسلحة ويحاربان الكَفَرة ويسفكان الدماء، ولا يرحمان الرجال ولا النساء ، ولا يتركان ولا يُدخلان السيوف فى أجفانها حتى يكون الناس كلهم مسلمين . وقالوا إن المهدى يُفحِم الكَفَرة بالتعزيرات السياسية لا بالآيات السّماوية، ولَا يترک فى الأرض بيتَ كافرٍ، ويضرب عنق

তরবারী খাপে ঢুকবে না। তারা বলে, নিশ্চয় মাহদী ঐশী নিদর্শন দ্বারা কাফিরদের নির্মূল করার পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে শাস্তি দিয়ে বশীভূত করবে। কাফিরদের কোন ঘর এ পৃথিবীতে অক্ষত রাখবে না। স্থায়ী বসবাসকারী অথবা মুসাফির ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করবে যতক্ষণ না তারা মুমিন হবে। সে খৃষ্টান ও তাদের পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীদের সাথে যুদ্ধ করবে। সে হিন্দুস্থান ও অন্যান্য দেশের দিকে (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) ধাবিত হবে ও মহান বিজয় লাভ করবে। সে হত্যাযজ্ঞ চালাবে, লুটপাট করবে, যুদ্ধলব্ধ মাল একত্রিত করবে এবং (কাফির) পুরুষ ও মহিলাদের কৃতদাস- দাসী বানাবে। মসীহ্ কোন জিযিয়া (অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর) বা মুক্তি-পণ গ্রহণ করার পরিবর্তে সে সময় আকাশ হতে দাসদের মত তাঁর (মাহদীর) সেবাদাস হয়ে অবতীর্ণ হবেন। পৃথিবীর সকল কাফিরদের হত্যা করা তার নিকট প্রিয় হবে। আর এভাবে তাদের উভয়ের সৈন্যদল নির্মম ও নির্দয়ভাবে সমস্ত পৃথিবীকে পদদলিত করবে। তারা বলে যে, আলেমদের এক দল এই বিশ্বাসের সাথে একমত। এই বিশ্বাসকে পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের নিকট থেকে উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণ হতে নকল করেছেন,আর অধিকাংশ নেতৃবৃন্দও (নকল করেছে)।

বাকী রইল আমার কথা, হে বার বার ক্ষমাকারী আল্লাহ্-এর বান্দাগণ, শুনো! আমি এ বিশ্বাসকে সঠিক ও সত্য পাই নি বরং ইহা অতিরঞ্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। ইহা রসূলে করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকেও নয়। আমার প্রভু-

كل مقيم ومسافر، إلا أن يكونوا مؤمنين . ويُحارب النصارىٰ وكلَّ مَن قِبل الملّة النصرانية، ويؤمّ بلادَ الهند وغيرها وينال الفتوح العظيمة، ويقتل وينهب ويغنم ويسبى الرجال والنسوة۔ والمسيح ينـزل من السماء ليعاونه كالخدماء ، ولا يقبل الجزية ولا الفدية، ويُحبّ أن يقتل مَن فى الأرض من الكفار أجمعين . وكذالک يطأ أفواجهما أرض الله سفاكين غير راحمين . وقالوا هذه عقائد اتفق عليها أمم من العلماء ونقلها خلفُها من سلفِها، وحاضرُها من غابرِها، وكثيرٌ من الكبراء .وأما نحن يا عباد الله الرحيم، فما وجدنا هٰذه العقائد صحيحة صادقة، بل وجدناها سقطًا ورَدِيًّا لامن الرسول الكريم۔ وعلّمنى ربى أنه خطأٌ وما آتى رسولنا شيئا من مثل

প্রতিপালক আমাকে জানিয়েছেন যে, নিশ্চয় ইহা ভ্রান্ত। আমাদের রসূল (সা.) এমন কোন শিক্ষা নিয়ে আসেন নি। নিশ্চয় তারা বিভ্রান্ত।

যে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের দাঁড় করিয়েছেন সে ধর্ম নম্রতা, স্নেহ ও ভালবাসার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে ইহা হত্যাও নয়, বন্দী করে কৃতদাস বানানোরও নয়, আর যুদ্ধ-লব্ধ মাল একত্র করাও নয়। ইহাই আমাদের যুগের জন্য প্রকৃত দায়িত্ব এবং নিশ্চয় আমরা গন্তব্যে পৌঁছাবো। বাকী রইল (তরবারীর) জেহাদ উহাতো ইসলামের প্রাথমিক সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। উহা ছিল মুসলমানদের জীবন বাঁচানোর ও হত্যাকারীদের হত্যা ও প্রতিশোধ নেবার জন্য। কেননা তারা (মুসলমান) সংখ্যায় অল্প ছিল এবং কাফিররা সংখ্যায় ছিল অধিক ও নৃশংস। মুমিনদের জন্য এ বিষয়টি হত্যার জন্যেও ছিল না, যুদ্ধের জন্যও ছিল না। এমতাবস্থায় জেহাদের নির্দেশ এসেছে যখন মুসলমানগণ দীর্ঘদিন অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তাদেরকে ছাগল ও উটের মত যখন হত্যা করা হয়েছিল তখন তাদেরকে যুদ্ধ ও হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। যখন উৎপীড়ন ও নিপীড়ন দীর্ঘায়িত হয়েছিল আর অত্যাচার ও কষ্ট দেয়া ক্রমাগত চলতে ছিলো। এমনকি অত্যাচার যখন সীমা অতিক্রম করে গেলো তখন দুর্বলদের আর্তনাদ ও কান্নাকাটি শ্রবণ করা হলো। অতঃপর তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো যে, তোমরা তোমাদের ভাই ও সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করার জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ

هذا التعليم و إنهم من الخاطئين .

فالمذهب الذى أقامنا الله عليه هو مذهب حلم ورفق وتؤدة، لا قتلٍ وسبيٍ وأخذ غنيمة، وهذا هو الحق الواجب فى زماننا و إنّا من المصيبين . فإن أمر الجهاد كَان فى بُدُوّ أيام الإسلام، وكان حفظ نفوس المسلمين موقوفًا على قتل القاتلين والانتقام، بما كانوا قليلين وّكان الكفار غالبين كثيرين سفّاكين . وما أُمِر المؤمنون للحرب والقتال إلا بعد ما لبثوا عمرًا مظلومين مضروبين وذُبحوا كالمعز والجمال۔ وطال عليهم الجور والجفاء ، وتوالى الظلم والإيذاء ، حتى إذا اشتدّ الاعتداء۔ وسُمع

কর। আর বলা হলো হত্যাকারী ও তাদের সাহায্যকারীদের সাথে যুদ্ধ কর। তবে তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

কেননা, আল্লাহ্তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই এবং বান্দাদের উপরও কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কোন নবীকে নির্দয় করে পাঠানো হয়নি বরং তারা রহমতের বারিধারা হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা (নবীগণ) শত্রুদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, নিহত, লুটমার, বন্দী ও বিশৃঙ্খলার আবর্তে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবার পরেই যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান যুগে এইসব কারণ অনুপস্থিত থাকার কারণে (জেহাদের) এ সুন্নত ও রীতি স্থগিত রয়েছে। আর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কাফিরদের মোকাবেলায় আমরা যেন তাদের অনুরূপ কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত তরবারী উত্তোলন না করি যতক্ষণ না তারা আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করে। তোমরা কি দেখছো না যে, খৃষ্টানগণ ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সাথে (তরবারীর) যুদ্ধ করছে না।

অনুরূপভাবে দূরের ও নিকটের কোন জাতিও এরূপ করছে না। সুতরাং আমরা যদি নম্রতার বিপরীতে নম্রতা পরিহার করি, তবে এরূপ করা ইসলামের জন্য লাঞ্ছনার কারণ হবে। হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! তোমরা এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা কর। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় প্রতিশ্রুত মসীহ্ যুদ্ধ রহিত করবেন। অর্থাৎ তিনি তরবারী ও বল্লম ব্যবহার করবেন না। সুতরাং আমি নবী করীম (সা.)-এর (তাঁর উপর দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী

عويل المستضعَفين والبكاء ، فأُذِن للذين قتَل الكَفَرةُ إخوانهم والبنين، وقيل اقتلوا القاتلين والمعاونين، ولا تعتدوا فإن الله لا يُحبّ المعتدين.هُنَالک جاء أمر الجهاد، وما كان إكراهٌ فى الدين وما جَبرٌ على العباد، وما بُعِث نبيٌ سفّاكًا بل جاؤوا كالعِهاد، وما قاتلوا إلا بعد الأذى الكثير والقتل والنهب والسبى من أيدى العدا وغلوِّهم فى الفساد، فرُفعت هذه السُنّة برفع أسبابها فى هٰذه الأيام، وأُمرنا أن نُعدّ للكافرين كما يُعدّون لنا، ولا نرفع الحُسام قبل أن نُقتل بالحسام. وترون أن النصارى لا يقتلوننا فى أمر الدين، ولا قوم آخرون من البعيد والقرين۔ فهٰذه السيرة عارٌ للإسلام۔ أن نترک الرفق لقوم رفقوا۔ فأمعِنوا يا معشر الكرام۔وقد جاء فى صحيح البخارى أن المسيح الموعوَد يضع

আল্লাহ্‌র আশিস বর্ষিত হোক) কীভাবে বিরোধিতা করতে পারি? এসব গুণের উপর আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন (সা.) আমল করতেন। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ! এর মধ্যে কোন্ বিষয়টি উত্তম। তোমাদের জন্য উহাই যথেষ্ট যা খাতামান্নাবীঈন (সা.) বলে গেছেন। তাঁর উপর আল্লাহ্, ফিরিশতা, পুণ্যবান বান্দাগণ ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে আশিস বর্ষিত হোক! ইহা ছাড়া ঐ হাদীসগুলি যাতে বলা হয়েছে যে, মাহদী গাজী হবেন, যোদ্ধা হবেন ও ফাতেমাতুয্ যোহরার বংশধর হবেন উহা দুর্বল, বিতর্কিত বরং অধিকাংশই মনগড়া ও রটনা বলে প্রমাণিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বর্ণনাকারীদের উপর নির্ভর করেন নি। এবং তাদের নিকট এ সকল হাদীসের সত্যায়ন করা কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আর এ জন্যেই ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং মুআত্তার প্রণেতা মহান ইমাম এগুলোকে বাদ দিয়েছেন। ইহা ছাড়াও অধিকাংশ হাদীস বিশারদ এগুলোর উপর জেরা (আপত্তি) করেছেন। সুতরাং যে মনে করে, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী ও মসীহ্ দুজন মুজাহিদের মত আবির্ভূত হবেন এবং খৃষ্টান ও মুশরিকদের উপর তরবারী চালাবেন, সে নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করে। সে এমন কথা বলে, কুরআন ও হাদীসে যার কোন ভিত্তি নেই। এমনকি তথ্যানুসন্ধানকারীদের দ্বারাও প্রমাণিত নয়। বরং যে সত্যটি প্রমাণিত তা হলো মাহদী ঈসা ব্যতিরেকে

الحرب، يعنى لا يستعمل الطعن ولا الضرب، فما كان لى أن أُخالف أمر النبى الكريم، عليه سلام الله الرؤوف الرحيم . وقد جرت عليه سُنّة نبينا خاتم النبيين، فأىّ أمرٍ أفضل منه يا معشر العاقلين؟ ويكفى لكم ما قال سيدنا خاتم النبيين، عليه صلوات الله والملا ئكة والصالحين من الناس أجمعين . ثم مع ذالک قد ثبت أن الأحاديث التى جاء ت فى المهدى الغازى المحارب من نسل الفاطمة الزهراء، كلها ضعيفة مجروحة،بل أكثرهَا موضوعة، ومِن قسم الافتراء .وما وُثّق رُواتُها، وأُشكِلَ على المحدِّثين إثباتُها، ولأجل ذالک تركها الإمام البخارى والمسلم والإمام الهمام صاحب المؤطّا وجرّحها كثير من المحدّثين۔ فمن زعم أن المهدى المعهود والمسيح الموعود رجلان يخرجان كالمجاهدين، ويسلّان السيف على النصارى والمشركين، فقد افترى على الله ورسوله خاتم النبيين، وقال قولًا لا أصل له فى القرآن ولا فى الحديث ولا فى أقوال المحققين۔ بل

অন্য কেউ নন। যুদ্ধ করবে না, তরবারী ও বল্লমও উত্তোলন করবে না। আমাদের নবী মুস্তাফা (সা.) কর্তৃক ইহাই প্রমাণিত।

ইহা কোন মনগড়া হাদীস নয়। প্রাথমিক যুগ হতেই সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম- অনুবাদক) ইহার (উপরোক্ত হাদীসের) সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে যে, তারা (মাহদী সংক্রান্ত- অনুবাদক) হাদীসসমূহকে গ্রহণ করেন নি। এবং নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। এবং একটি বড় প্রমাণ। সুতরাং তুমি যদি মুত্তাকী হয়ে থাকো তবে এ ব্যাপারে চিন্তা কর। আর এ কথাটি জেনে নাও যে, নিশ্চয় নবী উল্লাহ ঈসা আল্ মসীহ্ মৃত্যু বরণ করেছেন এবং বিগত নবীদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন ও ইহকাল ত্যাগ করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রভু তাঁর উজ্জ্বল কিতাবে দলীল দিয়েছেন।

তুমি যদি চাও তবে 'ফালাম্মা তাওয়াফফায়তানী' (তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে আয়াতটি- অনুবাদক) পড়। তুমি তাদের অনুসরণ করো না যারা কল্পিত ধ্যান-ধারণার কারণে কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। অথচ তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলীল দেয়া হয় নি। তারা বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এ বিশ্বাসের উপর পেয়েছি যদিও বা তারা হেদায়াত হতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র আয়াত দেখাচ্ছি তোমরা কীভাবে উহাকে অস্বীকার করতে পারো? ইহাই আল্লাহ্তা'লা

الحق الثابت أنه: "لا مهدى إلا عيسٰى"، ولا حرب ولا يؤخذ السيف ولا القنا۔ هذا ما ثبت من نبيّنا المصطفٰى۔ وما كان حديث يفترٰى، وشهد عليه الصحيحان فى القرون الأولى، بما تركا تلك الأحاديث وإنْ فى هٰذا ثبوت لأولى النهى، وتلك شهادة عظمٰى، فانظر إن كنتَ من أهل التقىٰ.واعلم أن عيسى المسيح نبى الله قد مات ولحق برسُلٍ خلوا وتركوا هذه الدنيا، وقد شهد عليه ربنا فى كتابه الأجلى، وإن شئتَ فاقرأْ: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنى، ولا تتبعْ قول الذين تركوا القرآن بالهوىٰ . وما أتوا عليه ببرهان أقوىٰ، وقالوا وجدنا عليه آباء نا ولو كان آباؤهم بعُدوا من الهدىٰ . وإنّا نريكم آيات الله فكيف تكفرون . هٰذا ما قال الله، فبأى حديث بعد كلام الله تؤمنون؟ أتتركون القرآن بأقوالٍ لا تعرفون؟ أتجعلون رزقكم أنكم تُكذّبون۔ وتؤثرون الشك على اليقين۔ ولا قول كقول رب العالمين . وإنّا أثبتنا أن عيسٰى عليه السّلام هاجر

বলেছেন, 'আল্লাহ্র কথার পরিবর্তে তোমরা কোন্ কথার উপর বিশ্বাস করবে? তোমরা কি এমন উক্তিসমুহের পরিবর্তে, যা তোমরা জানো না কুরআনকে পরিত্যাগ করবে? তোমরা কি নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছো যে, তোমরা (কুরআনকে-অনুবাদক) মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে? তোমরা দৃঢ়-বিশ্বাসের বিপরীতে সন্দেহকে অবলম্বন করছো। জেনে নিও, রব্বুল আলামীন আল্লাহ্র কথার মত কারো কথা হতে পারে না। আমি প্রমাণ করেছি যে, ক্রুশের ঘটনার পর হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম নিজ দেশ হতে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্, যিনি দোয়ার উত্তর দানকারী ও সবচেয়ে' নিকটবর্তী তাঁর নির্দেশে প্রেরিতগণের হিজরত করাই সুন্নত। তিনি (আ.) এ দেশের দিকে হিজরত করেন অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে যেভাবে ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেভাবে সম্মানিত নবী (সা.)-এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁকে একশ' বিশ বছর জীবন দান করেছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং আমাদের দেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে সমাহিত হন। তাঁর কবর এখন পর্যন্ত কাশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থিত এবং ইহা সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট পরিচিত ও খ্যাত।

من وطنه بعد واقعة الصليب، والهجرة من سُنن المرسلين بإذن الله المجيب القريب . ثم سافر إلى هذه الديار، ديارِ الهند كما جاء فى الآثار، وكمّل الله عمره إلى مائة وعشرين كما جاء فى الحديث من النبى المختار، ثم مات ودُفن فى أرض قريبة من هذهِ الأقطار، وقبره موجود فىّ سِرِينَكَرْ الكشمير إلى هٰذا الزمان، ومشهور بين العوام والخواص والأعيان، ويُزار ويُتبرّک به، فاسأل أهلها

অনেকেই উহার যিয়ারত করে কল্যাণমন্ডিত হয়। সুতরাং তুমি যদি সন্দেহ কর তবে সেখানকার (কাশ্মীরের- অনুবাদক) অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, কীভাবে এ সকল (মিথ্যা-অনুবাদক) ধারণা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। উহার কোন চিহ্ন রইল না এবং ঐ সকল রেওয়ায়াত মিথ্যা প্রমাণিত হলো। অতএব ইহা প্রমাণিত হলো যে, মসীহ্র অবতীর্ণ হবার মর্ম হলো, এমন ব্যক্তি যাকে মসীহ্র গুণে গুণান্বিত করা হবে। হে বুদ্ধিমান ও সঠিক বিবেকের অধিকারীগণ! সেই ব্যক্তিই তোমাদের সাথে এ কথা বলছে। এ কথাটি জেনে নাও যে, তরবারীর জেহাদের সময় গত হয়ে গেছে। বর্তমানে কলমের, দোয়ার ও বড় নিদর্শন প্রদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোন জেহাদ নেই। ঐ সকল লোক যারা মনে করে যে, মাহদীর আবির্ভাবের সময় তরবারীর জেহাদ হবে তারা অবশ্যই ভুল করছে এবং তাদের এই হীন ধারণার জন্য ইন্নালিল্লাহ্ পড়ছি।

সৃষ্টির সেরা নবী (সা.)-এর হাদীসের উপর চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে এবং মনগড়া ও সঠিক হাদীসের মধ্যে পার্থক্য না করা ও কল্পনার অনুসরণের কারণে এ ভুলটির জন্ম হয়েছে। ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য বড়ই পরিতাপ। যারা ইহা জানা সত্ত্বেও যে, গাজী মাহদীর আগমন সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিতর্কিত তবুও তারা অন্ধ হয়ে তার আগমনে বিশ্বাস করে। তারা নিশ্চিত দলীল প্রমাণ দ্বারা কোন কথা বলে না এবং তারা 'নুফুসে নাকলিয়া' ও 'দালায়েলে আকলিয়া' (উক্তি-ভিত্তিক দলীলসমূহ ও বুদ্ধি-ভিত্তিক দলীলসমূহ) হতে কোন জ্যোতিঃ অর্জন করে না। তারা অঙ্গীকার করে যে, ইসলামের দুর্দশা লাঘবে তারা সাহায্য করবে। অপরদিকে তারা 'খায়েরুল আনাম' (সৃষ্টির সেরা-অনুবাদক) নবী (সা.)-এর নির্দেশ বিরোধী কথাকে অনুসরণ করে।

'নিঃসন্দেহে' সুদৃঢ় ধর্মের উপর যে সকল বিপদাবলী নিপতিত হয়েছে এ

العارفين إن كنتَ من المرتابين. وانظر كيف مُزّقت تلك الخيالات، ولم يبق لها أثر وبطلت تلك الروايات، فانكشف أن المراد من المسيح النازل رجلٌ أُعطِيَ له خُلُقَ المسيح، وهو الذى يُكلّمكم يا أولى النهى والفهم الصحيح۔ واعلموا أن وقت الجهاد السيفي قد مضٰى، ولم يبق إلا جهاد القلم والدعاء و آيات عظمى. والذين يعتقدون أن الجهاد السيفى سيجب عند ظهور الإمام، فقد أخطأوا۔ وإنّا للّٰه على زلّة الأقدام. وما هٰذا إلا خطأً نشأ من قلة التدبّر فى أحاديث خير الأنام، ومن عدم التفريق بين الموضوعات والصحاح واتّباع

সকল ব্যক্তিগণও সেগুলোর অন্যতম। তারা জ্যোতির অনুসরণ করে না। বরং তারা অন্ধের মত চলাফেরা করে। তাদের জ্ঞান সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হ'তে মুক্ত নয়। তাদের হৃদয়ে অদৃশ্য হতে কোন আশিস অবতীর্ণ হয় নি। বরং তারা ঐ সকল বিষয়ের পিছনে পড়ে আছে, যে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই ও তারা অর্ন্তদৃষ্টি শূন্য। তারা পরখ না করেই সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে একে অপরকে অনুসরণ করছে। আর এভাবে তারা তাদের বোকামী দ্বারা আল্লাহ্‌র ধর্মকে আপত্তিকারী ও বিদ্বেষীদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে এবং হাসি-বিদ্রুপকারী ও উদাসীনদের খেলার পাত্র বানিয়ে দিয়েছে। তারা ঐ সকল লোক, যারা ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞান ও শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্বাদিকে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং এভাবে তারা মূর্খ জাতির ইমাম ও নেতা হয়েছে।

তারা ফতওয়া দেয় অথচ তারা বুঝে না। তারা ইমামতি করে কিন্তু ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তারা অবহিত নয়। এবং যা বলে তারা তা করে না। কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান হতে তারা কিছুই লাভ করে না। আর যারা এই ক্ষেত্রে অগ্রগামী তাদেরও অনুসরণ করে না। তারা ওয়ায-নসীহত করে কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের মুখ হতে কি নির্গত হচ্ছে। আসলে তারা দেখেও না আর চিন্তাশীলও নয়। এমন কি তারা আল্লাহ্‌র দিকেও বিনত হয় না। তাদের জ্ঞানের পুঁজি নিতান্ত অল্প ও ত্রুটিপূর্ণ। আর তাদের হৃদয় দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে ও নিপতিত হয়ে আছে। সুতরাং তারা ধর্মের ওপরে আপতিত বিপদাবলীকে কীভাবে উপলব্ধি করতে পারে? এবং সুদৃঢ় শরীয়তের তত্ত্বজ্ঞানের উপর কীরূপে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র তত্ত্ব-জ্ঞান কখনও স্বচ্ছ হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যের নিকট প্রকাশ পায় না। সাহসী ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত ব্যক্তি ছাড়া ধর্মের দ্বার

الأوهام۔ والأسف كل الأسف على رجالٍ يعلمون أنّ أحاديث المهدى الغازى مجروحة غير صحيحة، ثم يعتقدون بمجيئه من غير بصيرة، ولا يقولون قولا على وجه البصيرة، ولا يبتغون نورًا من النصوص النقلية والدلائل العقلية، و كانوا عاهدوا أن يُموّنوا خطط الإسلام، ولا يتّبعوا قولًا يُخالف قول سيدنا خير الأنام . فلا شک أن وجود هٰؤُلآء من إحدى مصائب التى صُبّت على الدين المتين، فإنهم لا يتّبعون نورًا بل يمشون كالعمين. و ماكان علمهم مُطهَّرًا من الشک والريب، وما رُشحتْ على قلوبهم فيوضُمن الغيب، بل إنّهم يقْفُون ما ليس لهم به من علمٍ ولا بصيرة،

অন্য কারো জন্য উন্মোচিত হয় না এবং প্রকৃত তত্ত্ব ঐ হৃদয় যা রহমান খোদার দিকে ঝুঁকে আছে তা ব্যতিরেকে অন্য কোন হৃদয়ে বিকশিত হয় না। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তি যারা ধর্মীয় বিতর্ক করে ও ধর্মীয় বিতর্কের প্লাবনে প্লাবিত তাদের আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। তাদেরকে সাহিত্যের ঝর্ণাসমূহ হতে পরিতৃপ্ত হতে হবে। বাচন ভঙ্গি ও বাক্ পটুতার বিভিন্ন অতুলনীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে হবে। রূপক ও উপমা বর্ণনায় দক্ষ হতে হবে। আর লোকদেরকে বুঝানোর ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। আর সেই ভাষার প্রবাদ বাক্যসমূহও জানতে হবে এবং ঐ সকল নিয়ম-নীতি জানতে হবে। যা সঠিক অর্থ বুঝার সময় ত্রুটি হতে এবং কথা বলার সময় ভুল হতে রক্ষা করবে। আর এদের মধ্যে এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী কে আছে? তাদের কাছে কাল্পনিক কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তাই এদের জন্য যারা কান্নাকাটি করতে চায় তারা কান্নাকাটি করুক। তারা কি এমন গাজী মাহদীর জন্য অপেক্ষা করছে, যে রক্ত বইয়ে দিবে? এবং শত্রুদের হত্যা করবে, শিরোচ্ছেদ করবে এবং তরবারী দ্বারা ইসলামের প্রসার ঘটাবে। এরূপ সহীহ্ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয় আর কুরআনের আয়াত দ্বারাও নয় বরং বিশেষজ্ঞদের নিকট এর বিপরীতে প্রমাণিত। ইহা ছাড়া সুস্থ বিবেকও ইহাকে অপছন্দ করে ও সঠিক বুদ্ধি ইহাকে অস্বীকার করে।

সুতরাং তোমরা চিন্তা-ভাবনাকারীদের নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান কর। আর তোমরা এ ব্যাপারটি জানো যে, বর্তমান যুগে ধর্মের কারণে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী ও বল্লম উত্তোলন করে না। এবং কেউ আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকে পরিত্যাগ করে তার ধর্মের অনুসরন করতে বাধ্য করে না। সুতরাং

ويتّبع بعضهم بعضًا من غير دراية ومعرفة . وكذالک جعلوا دين الله بحُمقهم عرضةَ المعترضين المتعصّبين، ولعبةَ اللاعبين الغافلين. إنهم قوم جهلوا معرفة الأمور الدينية والدقائق الشرعية، وصاروا أئمة قوم جاهلين . يُفتون ولا يعلمون، ويؤُمّون ولا يتفقّهون، ويقولون ولا يفعلون . لا يمسّون شيئًا من معارف الفرقان، ولا يتّبعون رجال هذا الميدان، ويَعِظون ولا يفهمون ما يخرج من أفواههم، وما كانوا مبصرين ولا مفكرين، ولا على الله مُقبِلين . وإن بِضاعة علمهم مُزْجاةٌ

বর্তমান সময়ে আমাদের যুদ্ধ বা প্রতিশোধ নেবার কোন প্রয়োজন নেই। আর বল্লমকে তীক্ষ্ণ করা ও তরবারী খাপ হতে বের করার প্রয়োজনও নেই বরং এই বিষয়গুলি শরীয়তের মতে রহিত হয়ে গেছে। এবং ঐ রাস্তার মত যা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অতএব যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে 'আতমামে হুজ্জতের' (পূর্ণাঙ্গীণ দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা-অনুবাদক) জন্য নিশ্চিত স্পষ্ট প্রমাণাদি ও সঠিক সত্য দলিল এবং উজ্জ্বল নিদর্শন ও মুজিযার প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে আমাদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য রহমান খোদার মহান নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়া খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। রক্তপাত বা শিরোচ্ছেদ তাদের কোন কল্যাণ পৌঁছাবে না বরং ইহা তাদের জন্যে কষ্ট ও কাঠিন্য এবং শত্রুতাই বাড়াবে। অতএব বর্তমান যুগে সত্যবাদী মাহ্দীর প্রয়োজন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কারো জন্য অস্ত্র উঠানো, যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ তরবারী এবং বল্লমের ব্যবহার জানার প্রয়োজন নেই। বরং সত্য কথা এই যে, এ সকল বিশ্বাস বর্তমানে ধর্মের জন্য ক্ষতির কারণ। মানুষের হৃদয়ে এ সব বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও আশংকার সৃষ্টি করছে। তারা মনে করছে, মুসলমান এমন একটি জাতি যার নিকট তরবারী ও বল্লম দ্বারা ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষ হত্যা ছাড়া তারা অন্য কিছুই জানে না।

অতএব বর্তমান যুগে ঐ রকম এক নেতার অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকারী হৃদয়গুলি আর আত্মাগুলি ক্ষুধার্তের মত ঐ ব্যক্তিকেই চাচ্ছে, যে পুণ্যবান, উত্তম চরিত্র ও মহান গুণাবলীর অধিকারী। এছাড়াও সে যেন ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয় যাঁদেরকে প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দান করা হয়েছে। সে যেন ঐশী জ্ঞানে সকলের

ناقصة، وإن قلوبهم على الدنيا مائلة ساقطة، فكيف يفهمون معضلات الدين، وكيف يطلعون عَلَى معارف الشرع المتين؟ فإن معارف الله لا تنكشف إلا على قلوب صافية، وأبواب الدين لا تُفتح إلا على همم على الله مُقبِلةٍ، ولا تتجلّى الحقائق إلا على أفكارٍ إلى الرحمن حافدةٍ . ثم مع ذالک وجب على رجالٍ يتصدّون لمواطن المباحثات ويقتحمون سيول المباحثات، أن يكونوا متوغّلين فى العلوم العربية، ومُرتوين من العيون الأدبية، و

উর্দ্ধে হয় এবং ঐশী কিতাবের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে ও শরীয়তের ব্যাখ্যার ব্যাপারে সমসাময়িক সকলের অগ্রগামী হয়। সে যেন বাগ্মিতায় এমন পারদর্শী হয় যা উপস্থিত লোকদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। তার মুখ হতে এমন কথা যেন নির্গত হয় যা সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদেরকে নমনীয় করে তুলে। তার কথা যেন বিন্যাসিত মুক্তার ন্যায় ছন্দময় হয়।

আর তাৎক্ষণিকভাবে এমন তত্ত্বমূলক কথা সে বলতে পারে, যা আঙ্গুরের গুচ্ছের ন্যায় সুশৃঙ্খল, সঠিক উত্তর দানেও যেন সে পারদর্শী ও চূড়ান্ত বক্তব্য দেয়ার অধিকারী হয়। সে যেন এমন বাচনভঙ্গীর অধিকারী হয় যা সকলের বোধগম্য হবে ও হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। প্রতিটি এমন ক্ষেত্রে যেখানেই বিরুদ্ধবাদীরা তার ওপরে চড়াও হয় সে যেন তা নির্মূল করতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের প্রতিটি আপত্তি, যা তার উপর করা হবে, সে যেন তাদেরকে নিরুত্তর করে দিতে পারে। বর্তমান যুগে বাক-শক্তির তরবারী ছাড়া অন্য কোন তরবারী নেই। আমি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল, প্রমাণ ও নিদর্শন ছাড়া বল্লমের কোন প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না।

অতএব এ যুগের ইমাম, তত্ত্বজ্ঞানের সূক্ষ্ম পথসমূহে সে হবে অশ্বারোহী এবং সে আল্লাহ্‌র তরফ হতে পূর্ণাঙ্গীণ দলীল-প্রমাণে সত্য সাব্যস্ত হবার জন্যে বিভিন্ন নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিভিন্ন ধরনের দলীল দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ইহা ছাড়াও সে আল্লাহ্‌র কিতাব সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন সম্বন্ধে বেশী জ্ঞান রাখবে যেন সে ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে ও অনুসন্ধানকারী হৃদয়গুলিকে প্রশান্তি দিতে পারে। আর সে যেন নিজের আত্মার সংশোধনে ক্ষমতাবান হয়, কেননা শত্রুদের মধ্য হতে ইহা (আত্মা) তার বড় শত্রু। সে যেন আল্লাহ্‌তে পূর্ণাঙ্গীণভাবে বিলীন হতে পারে এবং আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও সম্মানের সাথে কোন ধরনের

مطّلعين على فنون الكلام والأساليب الغريبة المعجبة، وقادرين على محاسن الكنايات، ومقتدرين على طرق التفهيمات، وعارفين لمحاورات اللسان، و ضابطين لقوانين العاصمة من الخطأ فى الفهم والغلط فى البيان . وأنّى لهؤلاء هذه الكمالات؟ فليس فى أيديهم إلّا الخرافات، فلبيكِ عليهم من كان من الباكين . أينتظرون المهدى الغازى ليسفک الدماء ، ويقتل الأعداء ، و يقطع الهامَ، وبالسيف يشيع الإسلام؟ مع أنه ليس بثابت من الأحاديث الصحيحة، ولا النصوص الفرقانية، بل ثبت على خلافه عند المحققين .

শিরক না করতে পারে। সে যেন আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল ও বিনয়ী হয়। ধৈর্য ও বিনয় সহকারে উজ্জ্বল শরীয়তকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে, পুর্ণদৃঢ়তার সাথে তাদের জন্য পরিশ্রমী ও বিগলিত চিত্তে দোয়াকারী হবে। তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী যতই দূরদেশে থাকুক না কেন সে তাদেরকে ভুলবে না।

তার জামাতের হতভাগ্যদের জন্য ইব্রাহীমের (আ.) ন্যায় আল্লাহ্র সমীপে (আবদার করে) বিতর্ক করবে। এবং সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে সে যেন সম্মানিত হয়। এই ইমামের উদাহরণ ঐ সুঠাম শক্তিশালী ব্যক্তির ন্যায় যার সাথে একজন দুর্বল ব্যক্তিকে সঙ্গী করে দিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা এমন বৃদ্ধকে যে পা হেঁচড়িয়ে চলে ও যার দৃষ্টি-শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং এই যুবক ঐ দুর্বল ও অতিশয় বৃদ্ধ, যার হুশ-জ্ঞান নেই সঙ্গে নিয়ে নিল এবং নিজের উপর যুলুম করে তাদেরকে রক্ষা করে নিয়ে চললো। আর তাদেরকে তাজা খাদ্য সরবরাহ করে। সে ঐ ব্যক্তিকেও সঙ্গে নেয় যার দুর্বলতার কারণে হোঁচট খেয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এবং দুর্বল দুরবস্থায় নিপতিত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে সাহায্যকারী বীর পুরুষের ন্যায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। ঐ ব্যক্তি যার হৃদয়ে সৃষ্টির জন্য স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি দেয়া হয় নি, যার সাহসী ও বীরদের ন্যায় শক্তিও নেই, যে সৃষ্টির জন্য কান্নাকাটি ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র দরবারে বিনত হয় না এবং যার মাঝে মাতৃ স্নেহের চাইতে অধিক স্নেহ নেই তাকে এই মর্যাদা ও নিদর্শনের মধ্য হতে কিছুই দেয়া হয় না। এ জন্য সে উভয় জগতের ইমাম (সা.) ও বিশ্ব নেতার (সা.) উত্তরাধিকারী হতে পারে না। ঐ ব্যক্তি যাকে এই স্নেহ-মমতা ভালোবাসা দেয়া

ثم مع ذالک هذا أمر يُنكره العقل السليم، ويأبى الفهم المستقيم، فاسأل المتدبّرين . وأنت تعلم أن زماننا هذا زمان لا يسطو أحدٌ علينا للمذهب بالسيف والسنان، ولا يُجبِر أحدٌ لنتّبع دينه ونترک دين الله خير الأديان، فلا نحتاج في هذه الأيام إلى الحرب والانتقام، ولا إلى تثقيف العوالى وتشهير الحسام، بل صارت هذه الأمور كشريعةٍ نُسختْ، وطُرقٍ بُدّلت۔ فلمّا ما بقى حاجة إلى الغَزاة والمحاربة، أُقيم مقامَ هذا إتمامُ الحجّة بالدلائل الواضحة القطعية وإثبات الدعاوى بالبراهين الصادقة الصحيحة، وكذالک وُضعت موضعها الآياتالمنيرة والخوارق الكبيرة، فإن الحاجة قد اشتدّت في وقتنا هذا إلى تقوية الإيمان،

হয়েছে এবং যার হৃদয়কে উপরোক্ত গুণাবলী দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে ও এর সাথে তার মধ্যে নিহিত প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উৎপাটিত করা হয়েছে, এবং সে নিজেকে আল্লাহ্‌র ধ্যানে, ভালবাসায়, সন্তুষ্টি ও ইচ্ছাতে বিলীন করেছে, সে একটি লাল চুন্নী, পূর্ণিমার চাঁদ ও জগতের জন্য একটি কল্যাণদায়ক মহীরূহস্বরূপ, যাতে মানুষ তাঁর ছায়ায় প্রশান্তি লাভ করে ও তাঁর নিকট কল্যাণ লাভের জন্য আসে। সে একটি শান্তি ও নিরাপত্তার নীড় যেখানে বিপদগ্রস্তরা প্রবেশ করে ও বিপদের সময়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। আর সে কল্যাণমন্ডিত ও তার চতুর্দিককে কল্যাণমন্ডিত করা হয়েছে এবং যে তার সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে দেখে অথবা তাঁর কথা শুনে, তার জন্য সুসংবাদ। নিশ্চয় যে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। এবং যে তাঁর সাথে শত্রুতা করবে (আল্লাহ্) তার সাথে শত্রুতা করবেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক গিরিপথ, ছোট রাস্তা হতে ও দূর-দূরান্ত হতে তাঁর নিকট আগমন করবে। আর তিনি ধর্মের জন্য আশ্রয়স্থল। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে নিরাপত্তাস্থল। তাঁর সত্যতার নিদর্শনাবলীর মধ্যে প্রথমটি হলো, তাঁর কর্মের শুরুতে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয় এবং তার উপর দুষ্টদের চাপিয়ে দেয়া হয়। লম্পট ব্যক্তিরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে আর তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাঁর উপর চড়াও হয়। তারা বলে, এর মাঝে এই এই ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। দুষ্কর্মকারীদের ন্যায় তারা তাঁকে গাল-মন্দ দেয়। সে পৃথিবীতে ভদ্রলোকের মত বিনয়ের সাথে চলা ফেরা করে। মন্দের বদলে মন্দ কর্ম করে না। সে

ونزول الآيات الجليّة من الرحمٰن، ولا يُفيدهم سفک الدماء وضرب الأعناق، بل يزيد هذا أنواع الشكوک والشقاق . فالمهدى الصدوق الذى اشتدّت ضرورته لهذا الزمان، ليس برجلٍ يتقلّد الأسلحة و يعلم فنون الحرب واستعمال السيف والسنان، بل الحق أن هذه العادات تضر الدين فى هذه الأوقات، ويختلج فى صدور الناس من أنواع الشكوک والوسواس، ويزعمون أن المسلمينَ قوم ليس عندهم إلا السيف والتخويف بالسنان، ولا يعلمون إلّا قتل الإنسان . فالإمام الذى تطلبه فى هذا الزمان قلوبُ الطالبين، وتستقريه النفوس كالجائعين، رجلٌ صالح مهذّب بالأخلاق الفاضلة، ومُتّصفٌ بالصفات الجليلة المرضية، ثم مع ذالک كان من الذين أُوتوا الحكمة والمعرفة، ورُزقوا البراهين والأدلّة القاطعة، وفاق الكلّ فى العلوم الإلهية، وسبق الأقران فى دقائق النواميس ومعضلات الشرعية، وكان يقدِر على كلام يؤثّر فى قلوب الجُلّاس، ويتفوّه بكلم يستملحها الخواص وعامة الناس، وكان مقتضبا

উত্তম কর্ম দ্বারা ইহাকে দূর করে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে সবচে' ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়। আর এক সময়ে যখন এই পরীক্ষার দিন আসে ও তার ওপর মূর্খদের পক্ষ থেকে অন্যায়াচরণ হয় তখন তার হৃদয়ে ফুৎকার করা হয় যে, তুমি আল্লাহ্‌র দিকে পূর্ণাঙ্গীণভাবে ঝুঁকে যাও এবং বিনীতভাবে ও কান্নাকাটি করে (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা কর। অভ্যন্তরীণভাবেও সে এ উদ্দেশ্যে কাজ করে। সে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হয় আর তখন তাঁর দোয়া গৃহীত হয়। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তার জন্য অবধারিত হয় এবং তাঁর আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় করুণা ও নৈকট্য দ্বারা আকাশ হতে তাঁর জন্য বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। তাঁর জন্য এমন কর্ম সম্পাদন করেন, যে কর্ম দেখে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়। তখন বিষয়টি উল্টে পাল্টে যায় এবং মানুষ ভীতবিহ্বল হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনে। আওলীয়াদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র বিধান এভাবেই চলে আসছে যে, শুরুতে তাঁর শত্রুদের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেন অতঃপর তাদের (হৃদয়ের) উপর মোহরাঙ্কন করেন এবং মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম নির্ধারিত করে দেয়া হয়। সর্বকর্ম ক্ষমতার অধিকারী খোদার আদেশে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত

بملفوظات تحكى لآلئ منضّدة، ومُرتجلًا بنِكاتٍ تُضاهى قطوفًا مذلّلة، مارنًا على حسن الجواب، وفصل الخطاب، مستمكنًا من قولٍ هو أقرب بالأذهان، وأدخلُ فى الجنان، مُبكّتًا للمخالفين فى كل مَوردٍ تورّدَه، ومُسكِتًا للمنكرين فى كل كلام أوردَه . فلا سيفَ فى هذا الزمان إلّا سيف قوة البيان، ولا أجد فى هذا العصر تأثير القناة، إلّا فى البراهين والأدلّة والآيات۔ فإمام هذا العصر امرؤ كان فارس مضمار العرفان، والمؤيَّد من الله بآيٍ وغيرها من طرق إتمام الحجّة وأنواع البرهان۔ و كان أعرفَ مِن غيره بكتاب الله الفرقان، ليُرهِب به أعدائَ الله ويشفى صدور الطالبين۔ وكان قادرًا على إصلاح نفسه التى هى أعدى أعدائه لتذوب بالكلّية ولا تنازع الله فى كبريائه۔ وكان متوكّلًا متواضعا مُبتهلا لإعلاء الشريعة الغراء صابرًا، مُشفقًا على عباد الله ومجتهدًا لهم بعَقْد الهمّة والإلحاح فى الدعاء .ولا ينسى أحدًا من المخلصين ولو كانوا فى أبعد أقاليم، ويُجادل الله فى أشقياء جماعته كإبراهيم،

হবার পর যখন পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় ভরে যায়, শত্রুদের প্রাধান্য হয় ও পথভ্রষ্টতায় পৃথিবী প্লাবিত হয় তখন এমন ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে থাকেন। যখন পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, শত্রুতা বেড়ে যায়, অবাধ্যতা ও পাপের আধিক্য হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়, লোকেরা অন্ধ হয়ে পড়ে, সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ বিস্তৃত হয়, নিয়তে, কর্মে ও কথায় যখন বিশৃঙ্খলা বাসা বাঁধে, ধর্মীয় বিষয়াদি নিক্ষিপ্ত বস্তুর মত হয়ে অবনতির দিকে ঢলে পড়ে, শত্রুরা উজ্জ্বল ধর্ম ইসলামের দিকে হস্ত সম্প্রসারিত করে, ধর্মীয় রীতি-নীতি বিলুপ্ত প্রায় হয়ে পড়ে, আলেমগণ লোকদের সংশোধন ও তাকওয়া সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এমনকি আলেমগণ দুর্বল হয়ে পড়ে ও ধর্মের সেবা করাকে ভুলে যায় ও জাগতিক বিষয়াদিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝে ঈমান ও বিশ্বাসের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সর্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলা, অবাধ্যতা ও পথ ভ্রষ্টতার চরমে উপনীত হয় যেভাবে ব্যাধি চরম সীমায় উপনীত হয়। এমন সময়ে মানুষকে উপদেশ দেয়া ব্যতিরেকে বাঁচানোর আর কোন পথ থাকে না। ঠিক এমনই সময়ে (আল্লাহ্) সংশোধনকারী

وكان وجيهًا فى حضرة رب العالمين۔ فإن مَثل الإمام مثلُ رجلٍ قويٍ تعلّق بأهدابه ضعيفٌ أو شيخٌ كبيرٌ يتخاذلان رجلاه، و ضعفتْ عيناه، فيأخذ هذا الفتى الضعيف۔ والشيخ الفانى الخرف النحيف، ويعصمه من أن يظلم نفسه ويحيف، وكذالک يأخذ كلَّ من خِيفَ عليه العثارلضعفٍ من المريرة، ويُعطى غضًّاطريًّا كلّ من احتاج إلى امتراء الميرة، ويُبلّغ المستضعَفين اللاغبين إلى ديارهم كفتيان ناصرين . فالذى ما أُوتىَ قلبُه صفةَ الشفقة والمواساة، وما له قوة وشجاعة كالأبطال والكُماة، ولا يُقبِل على الله لخَلْقه بالبكاء والتضرّعات، ولا يوجد فيه رُحُمٌ أكثر من رحم الوالدات، فلا يُؤتى له هذا المنصب ولا يوجد فيه شىء من هذه الآيات، وليس هو وارث إمَآم الكونين وسيد الكائنات .

প্রেরণ করেন এবং তার প্রভু নিজ পক্ষ হতে তাঁকে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সততা, দলীল উপস্থাপন করার পদ্ধতি, পবিত্রতা ও দৃঢ়তা দান করেন। আর ইহাই খোদাতা'লার রীতি যা চলে আসছে। ফলতঃ ঐশী অনুকম্পা, আশিস ও অনুগ্রহ এ যুগেও একজন নবী ও সংশোধনকারী আবির্ভাবের দাবী করে, যেন তার হাতে এই মহান কাজটি সোপর্দ করা হয় ও মানুষের সংশোধনের জন্য তাকে বেছে নেয়া হয়। সুতরাং যখন প্রশান্ত চিত্তগুলি অনুধাবন করে সাক্ষী দেয় যে, মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে একজন আহ্বানকারীর প্রয়োজন তখন তাঁর আগমন ঘটে। প্রতিটি জাগ্রত আত্মা সে সময়ে আকাশের প্রতিপালকের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে। তাদের আত্মার ঘ্রাণ শক্তি উহার সুগন্ধি ও প্রস্ফুটন উপলব্ধি করে। এমন সময়ে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ আবির্ভূত হন এবং বিশৃঙ্খলার প্লাবনে ভাটা পড়ে ও কাফিরদের উপর চূড়ান্তভাবে দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা সত্যকে সাব্যস্ত করে দেয়া হয়। এমন ব্যক্তি প্রয়োজন ছাড়া আগমন করে না। যারা যালেম ও অবাধ্য হয়ে তরবারী উত্তোলন করে তিনি ঐ ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করেন না।

হে সৌভাগ্যবানগণ! শুনো, অধিকাংশ মানুষ প্রতিশ্রুত মাহদী সম্বন্ধে ভুল ধারণায় নিপতিত হয়েছে এবং তাঁর প্রতি অধিকাংশ খৃষ্টান ও ইহুদীর রক্তপাত ঘটানোর কথা আরোপ করেছে। তারা বলে, পশ্চিাদেশ হতে আগত খৃষ্টান বাদশাহগণ যারা হিন্দুস্থানেরও বাদশাহ অর্থাৎ ইউরোপের অধিবাসী তাদেরকে

وأمّا الذى أُعطِىَ له هذا التحنّن والشفقة، ومُلأ قلبه بهذه الصفات، مع انسلاخه من أهواء النفس والشهوات، واستهلاكه فى حب الله ومَحْوِيّته فى ابتغاء وجه الله والمرضاة، فهو كبريت أحمرُ وبدرٌ تام ودوحةٌ مباركةٌ للكائنات، ليتفيّأ الناس ظلاله ويأتوه لجلب البركات . وهو دار أمنٍ ليجوس المضطرّون خلالها۔ وليأخذوه كهفًا عند الآفات . وهو مُبارَكٌ وبورَكَ مَن حوله وبُشرى لمن لاقاه ورآه، أو سمع منه بعض الكلمات . إنه رجلٌ يوالى اللهُ من والاه، ويُعادى من عاداه . وياتيه السعداء مِن كل فَجٍّ عميق وديارٍ بعيدة، وهوكهفٌ للمِلّة و أمانٌ من الله لكلِ مسلم ومسلمة۔ ومن علامات صدقه أنه يؤذَى فى أوّل أمره ويُسلّطُ عليه الأشرار، ويسطو الفُجّارُ، مستهزئين مُكذّبين، ويقولون فيه أشياء ويسبّون مجترئين . وهو يدِجّ على الأرض دَجَّ الصّوار، و

গ্রেপ্তার করে, শিকল পরিয়ে লাঞ্ছিত করে মাহদীর সামনে উপস্থিত করা হবে। এ ব্যাপারে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তারা শুধু মিথ্যা রটনাকারীদের মতই কথা বলে। তাদের হাতে দুর্বল ও মনগড়া হাদীস ব্যতিরেকে অন্য কিছু নেই। আর তোমরা তাদের হাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর কোন সহীহ হাদীস পাবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং এমন ধর্মীয় বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করো না। আল্লাহ্র শরীয়তকে জেনে শুনে বাজে কথা দ্বারা আচ্ছাদিত করো না। ঐ সকল লোক যারা এহেন মিথ্যাকে পরিহার করে না। সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলীল প্রমাণে নিশ্চিত হয় না। ঐ জ্যোতিকে চায় না, যা আত্মাকে আরোগ্য দেয়, অন্ধত্বকে দূর করে, জটিলতাকে নিরসন করে ও গবেষকদের ন্যায় গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখে না বরং একে অপরকে অন্ধের মত অনুসরণ করে; এবং তারা অনুসন্ধানকারীর মত এদিক ওদিক অনুসন্ধান করে না; তবে এরা এমন জাতির মত যারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে ও মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। আর তাদের হৃদয়ে অহংকার বাসা বেঁধেছে অথবা তারা একটি নিরাপত্তাহীন ঘরের ন্যায় ও এমন বৃক্ষের ন্যায় যা ফল দেয় না। তাদের লম্বা দাড়ি, উঁচু নাক, কুঁচকানো ভ্রু চেহারা লম্বা জিহ্বা ও বক্র হৃদয় ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা নিজেদের কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে না, আত্মার প্রবৃত্তিকে তারা গোপন করে রাখে। সুতরাং অনুসন্ধানের ঝরণার নিকট বিচরণ করে না, তত্ত্বজ্ঞানের রাস্তায় তারা পরিভ্রমণ করে না, এবং সুস্পষ্ট সত্যকে অবলোকন করার জন্য তারা সাধ্য-

يمشى هونًا كالأخيار، ولا يجزى السيئةَ بالسيئة، ويدفع بالتى هى أحسن وأنسب لعباد الحضرة حتّى اذا تمّ أيّام الابتلاء، وما قُدّر عليه مِن جور السفهاء ، فيُنفَخ فى روعه أن يُقبِل على الله كل الإقبال، ويسئل نصرته بالتضرّع والابتهال، فتتحرّک فى باطنه هذه الإرادات، فيخرّ ساجدًا لله فتُستجاب الدعواتُ، وتكون له النصرة والفتح فى آخر الأمر وفى المآل . ويخلق الله له أسبابًا من السماء باللطف والنوال، ويفعل له أفعالًا يتحيّر الخَلْق من تلک الأفعال، و يقلّب الأمرَ كل التقليب ويؤمنه من الخوف والاهتيال . و كذالک جرت عادتُه بأوليائه، فإنه يجعل أعداء هم غالبين فى أوّل الأمر، ثم يجعل الخواتيم لهم، وقد كتب أن العاقبة للمتقين . ولا يُبعَث كمثل هذه الرجال إلّا بعد مرورٍ من القرون بإذن الله الفعّال، وبعد فسادٍ فى الأرض وصَول الأعداء وسيل الضلال . فإذا ظهر الفساد فى الأرض وزاد العدوان، وكثر الفسق والعصيان، وقلّ المعرفة وصار الناس كالعمين، وجهلوا حدود الله رب العالمين، و تطرّقَ الفساد إلى الأعمال والأفعال والأقوال، وصار أمر الدين مُتشتّتًا ومُشرِفًا على الزوال، والأعداء مدّوا أيديهم إلى بيضة الإسلام، وانتهى شعار الدين إلى الانعدام، وما بقى فى وُسع العلماء- أن يردّوا الناس إلى الصلاح والاتّقاء ، بل العلماء وهنوا ونسوا خدمة الدين، وتمايلوا على الدنيا الدنيّة، وما بقى لهم حظ من الإيمان واليقين . و

সাধনা করে না ও তারা লোকদের ঈমান রক্ষার্থে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় না।

এ অধ্যায়ে আমার শেষ কথা হলো এই, নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালনকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি মসীহ্ ও মাহ্দী। আমি যুদ্ধের জন্য আসি নি এবং আমার প্রভু আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি। আমি ইবনে মরিয়মরূপে আগমন করেছি যাতে আমি মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে ও সর্বাধিক সম্মানিত দয়ালু খোদার দিকে আহ্বান করি। আমি খাপ হতে তরবারী নিষ্কোষিত করার কোন প্রয়োজন দেখি না বরং ইহা জাতি ও ধর্মের অবমাননার কারণ। এর (তরবারীর) ঝলকানি সারা দেশকে ঘিরে রেখেছে, আসলে যে বিষয়টির

بلغ أمر الفساد والفسق والضلالة۔ إلى منتهى الغىّ كعلّةٍ كانت فى الدرجة الثالثة، وما بقى رجاء أن يبرأ الناس بمجرّ القال والقيل، فعند ذالک يُرسَلُ مصلحٌ ويُعطَى له مِن لدن ربه علمٌ ومعرفة وصدق وطرقُ إقامة الدليل، وطهارةٌ واستقامةٌ، و عليه جرت عادة الرب الجليل . فالحاصل أن العناية الإلهية تقتضى بالفضل والإحسان، أن يبعث نبيًّا أو مُحدَّثًا فى ذالک الزمان، ويفوّض إليه هذه الخطة ويجتبيه لإصلاح نوع الإنسان، فيجىء فى وقت تشهد فيه القلوب السليمة لضرورة داعٍ من حضرة الكبرياء۔ وتحسّ كلُّ نفس متيقّظة حاجةً إلى تأييد رب السماء، ويجدون ريحه، ونفخاته تقرَع شامّة أرواحهم، فعند ذالک يظهر مأمور الله، ويغيض سيل الفتن، ويتم الحجة على الكافرين۔ولا يأتى الاّعند الضرورات، ولا يسلّ السيف إلاعلى الذين سلّوها من الظالمين والعصاة .

ثم اعلم أيها السعيد أن أكثر الناس قد أخطوا وغلطوا فى أمر المهدى المعهود ونسبوا إليه سفک الدماء وقتلَ كثيرٍ من النصارى واليهود، وقالوااِن ملوک النصارى الذين هم ملوک الهند من أهل المغرب أعنى اليوروفين ، يؤخَذون و يُطوَّقون ثم يُحضَرون فى حضرة المهدى صاغرين۔ وما لهم به من علم أن يقولوا إلّا كالمفترين . وما عندهم إلّا أحاديث ضعيفة ووضع من الواضعين، ولا تجد فى أيديهم حديثًا صحيحًا من خاتم النبيين . فاتّقوا الله ولا تعتقدوا كمثل

প্রয়োজন তা হলো কলমকে তীক্ষ্ণ করার যাতে তা তার কার্যক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করতে পারে এবং আমরা মানুষকে পথভ্রষ্টতার ঝড় হতে রক্ষা করতে পারি। আমি যখন আবির্ভূত হলাম তখন এদেশের আলেমগণ আমাকে জিদবশতঃ অস্বীকার করে ও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তারা অহংকারের সাথে আমাকে উপেক্ষা করে এবং আমাকে মিথ্যা রটনাকারী দাজ্জাল বলে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে বড় বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন আর অদৃশ্যের বড় বড় সংবাদ ও (আমাকে) প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে। কিন্তু তবুও তাদের হৃদয় সত্যের দিকে ঝুঁকে নি আর নরমও হয় নি। তাদের সামনে হেদায়াতের রাস্তা তুলে ধরেছি তবুও জানি না সমর্থনের পথে কী অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের জন্য

هذه العقائد، ولا تستروا شريعة الله تحت الزوائد متعمّدين . والذين لايتركون هذه الأقاويل، ولا يستقرون البرهان والدليل، ولا يطلبون نورا يشفى النفس وينفى اللبس، ويكشف عن حقيقة الغُمّى، ويُوَضّح المعمَّى، ولا يُمعِنون النظر كالمحققين، بل يتّبع بعضهم بعضًا كالعمين، ولا يسرحون الطرف كالمفتّشين، فأولئک قوم يشابهون جَهامًا وخُلّبًا، ويُضاهون متصلّفًا قُلّبًا، أو هم كبيوت عورة، أو كأشجارٍ غير مثمرة، ليس عندهم مِن غير لحى طُوّلتْ، وآنُفٍ شمَختْ، ووجوه عبست، وألسُنٍ سلطت، وقلوب زاغت . ولهم أمانى لا يتركونها، وأهواء يخفونها، فلا يرِدون مناهل التحقيق، ولا يستقرؤون مجاهل التدقيق، ولا يبذلون جهدهم لرؤية الحق المبين، ولا يجاهدون لإيصال الناس إلى ذُرَى اليقين.

وآخر الكلام فى هذا الباب، أنى أنا المسيح المهدىّ من رب الأرباب، وما جئت للمحاربات وما أمرنى ربّى للغَزاة۔ إنّى جئتُ على قدم ابن مريم، لأدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى ربّ اكرم وأرحم، ولا أرى حاجة إلى سلّ السيوف من أجفانها، بل هي عارٌ لِمِلّةٍ أحاطت البلاد بلمعانها۔ نعم! حاجةٌ إلى بَرْيِ الأقلام لجولانها، لننجّى الناس من

আমি বড় বড় গ্রন্থ বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করেছি। কিন্তু তবুও তারা সত্যকে গ্রহণ করে নি বরং অজ্ঞদের ন্যায় আমাকে গাল-মন্দ করেছে এবং পথভ্রষ্টতায় ও শত্রুতায় বেড়ে গেছে। অথচ সত্য নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সুস্পষ্ট। নিশ্চয়ই আমি আকাশসমূহের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এসেছি। তাদের কর্ম হলো অশ্লীল কথা-বার্তা বলা, কষ্ট দেয়া, গালমন্দ ও বকা-বকি করা। তারা আমার প্রভুর আয়াতসমূহ ও বিভিন্ন সাহায্য সমর্থনকে প্রত্যক্ষ করেছে। এতদসত্ত্বেও তারা অত্যাচারী, অবাধ্য ও অহংকারী হয়ে আমাকে গ্রহণ করে নি। আসলে তারা একাজ হতে বিরত হবার লোক নয়। আমি অসময়ে আসি নি বরং ইসলামের দূরবস্থা ও বিপর্যয়ের যুগে, যার প্রতি সৃষ্টির সেরা আমাদের নেতা (সা.) ইঙ্গিত করেছেন, আমি তখন আবির্ভূত হয়েছি। আমি শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছি। অপর দিকে ইতঃপূর্বে তারা এ শতাব্দীর অপেক্ষা করছিলো ও মনে করছিল, ইহা ধর্মের জন্য কল্যাণজনক হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের প্রতি প্রেরিত হলাম তখন তারা নিজেদের জ্ঞান পশ্চাতে

الضلالات وطوفانها . وإذا جئتُ علماء هذه الديار، فكفّروني وكذّبوني بالإصرار، وأعرضوا عن الحق بالاستكبار، وقالوا دجّال افترى . فأراهم الله الآية الكبرى، و ظهرت انباء الغيب وبركات عظمٰى، وخُسف القمر والشمس فى رمضان، فما تقلّب قلبٌ إلى الحق وما لان، وعرضتُ عليهم سُبلَ الهداية، فما امتنعوا من العماية والغواية، وألّفتُ لهم مجلدات ضخيمة وكتبًا مطوّلة مبسوطة۔ فما قبلوا الحق بل سبوا كالسفهاء، وزادوا فى الغىّ والاعتداء .وقد وضح لهم بصدق العلامات انّنى من الله رب السماوات، فما كان أمرهم إلا الفحش والإيذاء والشتم والازدراء ، وقد رأوا من ربى آيات و أنواع تأييدات، فما قبلوا ظُلمًا وعُلُوًّا وما كانوا منتهين۔ وما جئتُهم فى غير وقت بل جئتُ عند غُربة الإسلام، وفى زمان فسادٍ أشار إليه سيدنا خير الأنام، وعلى رأس المائة، وكانوا من قبل ينتظرون وقت هذا المائة، ويحسبونها مباركة للملّة، فلما جئتهم نبذوا علومهم وراء ظهورهم، وصاروا أوّل المعادين . ولولا خوف سيف الدولة البرطانية، لقتلونى بالسيوف والأسنّة، ولكن الله منعهم بتوسّط هذه الدولة المحسنة فنشكرالله ونشكر هذه الدولة التى جعلها الله سببًا لنجاتنا من أيدى الظالمين۔ إنها حفظت أعراضنا ونفوسنا وأموالنا من الناهبين . وكيف لا تُشكَر وإنّا نعيش تحت هذه السلطنة بالأمن وفراغ البال، ونُجّينا من أنواع النكال، وصار نزولها لنا نزول العزّ والبركة۔ ونلنا غاية رجائنا من امن الدنيا والعافية فوجبتإطاعتها

ফেলে দিয়ে আমার প্রথম সারির শত্রু হয়ে গেল। বৃটিশ সরকারের আইনের ভয় না থাকলে তারা আমাকে তরবারী ও বল্লম দ্বারা হত্যা করত। কিন্তু আল্লাহ্তা'লা এ ন্যায়পরায়ণ সরকারের কারণে তাদেরকে আমা হতে বিরত রেখেছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এবং এ সরকারেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আল্লাহ্তা'লা যালেমদের হাত হতে যাকে আমাদের রক্ষার মাধ্যম করেছেন। এ সরকারের আইন লুটেরাদের হাত হতে আমাদের মান-সম্মান, প্রাণ ও ধন-সম্পদের হিফাযত করেছে। আর এ সরকারের প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হব না যাদের কারণে আমরা সবাই শান্তি ও আশংকাহীনভাবে জীবন যাপন করছি। সরকার আমাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট হতে নিষ্কৃতি দিয়েছে, তাদের আগমন আমাদের জন্য সম্মান ও কল্যাণের কারণ হয়েছে। দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা যা আমরা আশা করি তা পেয়েছি। সুতরাং নিষ্ঠার সাথে এ সরকারের আনুগত্যে ও মর্যাদায় উন্নীত হবার জন্যে আমাদের

و دعاء إقبالها وسلامتها بصدق النيّة۔ إنها ما أسَرَّتُنا بأيدى السطوة، بل جعلت قلوبنا أسارى بأيادى المنّة والنعمة، فوجب شكرها وشكرمَبرَّتِها، ووجب طاعتها وطاعة حفد تها . اللّهم اجزِ منّا هذه الملكة المعظّمة، واحفظها بدولتها وعزّتها، يا أرحم الراحمين . آمين .

معظمہ را از ما جزائے خیر بدہ۔ آمین

الراقم المرزا غلام احمد القادیانی

۲۱ر فروری ۱۸۹۹ء

দোয়া করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নিশ্চয় তারা আমাদেরকে ধন-সম্পদ দ্বারা জয় লাভ করে নি বরং তাদের অনুগ্রহ ও কল্যাণ আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। সুতরাং এ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তাদের কর্মকর্তাবৃন্দের আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। হে রহমান রহীম খোদা! তুমি আমাদের এই মহানুভব রাণীকে তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান দিও ও তাঁর রাষ্ট্র সম্মানের হিফাযত করো।

লেখক-

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী